এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী



৩ আগামী শিক্ষাবর্ষে বদলাচ্ছে স্কুলের পাঠ্যবই

বাংলাকে অশান্ত করতে অভিষেক ব্যানার্জি জেহাদিদের কাজে লাগাচ্ছেন: অর্জুন ৩

কলকাতা ২৭ নভেম্বর ২০২৬ ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ১৬৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.11.2026, Vol.20, Issue No. 165, 8 Pages, Price 3.00

রোপওয়েতে জুড়বে দক্ষিণেশ্বর-বেলুড়, দার্জিলিং-কার্শিয়াং

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থার চেহারা বদলাতে এবার বড়সড় পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা কেন্দ্র এবং রাজ্যের। দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড়, কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং। দুই গুরুত্বপূর্ণ রুটে রোপওয়ে চালুর ভাবনা নিল রাজ্য সরকার। পাশাপাশি আগামী তিন বছরের মধ্যে রাজ্যের সড়ক পরিকাঠামোর আমূল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবারের বৈঠকে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গডকড়ির সঙ্গে বৈঠকের পর এমনই একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানান শুভেন্দু।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকেরা। বৈঠকে জাতীয় সড়কের উন্নয়ন, বেহাল রাস্তার সংস্কার, নতুন সড়ক নির্মাণ এবং অসমাপ্ত প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মান বজায় রেখে রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত রাস্তার অবস্থা খারাপ, সেগুলি দ্রুত মেরামতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সাফ জানান শুভেন্দু। পাশাপাশি স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে আগামী তিন বছরের একটি রোডম্যাপও তৈরি করা হয়েছে।



বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিভিন্ন জাতীয় সড়কের উপর একাধিক নতুন সেতু নির্মাণ, সমস্ত জেলা সদরকে ফোর লেনের মাধ্যমে যুক্ত করা এবং গুরুত্বপূর্ণ বড় রাস্তাগুলিকে সিক্স লেনে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ এবং পেন্ডিং ডিপিআরগুলিও দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাস্তা মেরামতির কাজও দ্রুত সম্পন্ন করার আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

শুধু সড়ক নয়, বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও জোর দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বর বেলুড় এবং কার্শিয়াং-দার্জিলিং রোপওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পর্যটনের পাশাপাশি যাতায়াত ব্যবস্থাতেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

প্রকল্পগুলির কাজ যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হয়, তার জন্য নিয়মিত নজরদারির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে প্রতি মাসে একবার প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হবে। প্রতি দু'মাস অন্তর কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। আর ছ'মাস অন্তর প্রকল্পের পর্যালোচনায় আসবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি। অর্থের কোনও অভাব হবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় সড়কের সংখ্যা কম। এই বিষয়টি তিনি প্রধানমন্ত্রীর নজরে আনবেন এবং রাজ্যে জাতীয় সড়কের সংখ্যা বাড়াতে নতুন কিছু রাস্তা অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেবেন। আগের রাজ্য সরকারের কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাবেই বাংলার সড়ক পরিকাঠামো বঞ্চিত হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। সব মিলিয়ে, কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে আগামী তিন বছরে বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

কোলাঘাটে 'কল্পতরু' গডকরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে আগামী দিনে এক লক্ষ কোটি টাকার নতুন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকরি। বৃহস্পতিবার কোলাঘাটে এক সরকারি অনুষ্ঠানে তিনি জানিয়ে দেন, রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে অর্থের অভাব হবে না। তিনি বলেন, 'টাকা চাইতে চাইতে আপনারা ক্লান্ত হয়ে যাবেন, কিন্তু আমি টাকা দিতে দিতে ক্লান্ত হব না।' আগামী পাঁচ বছরে বাংলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বলে জানান গডকরি। তিনি বলেন, 'মোদীজি এবং আমরা বাংলার চেহারা বদলে দেব। আজ বাংলার জন্য এক লক্ষ কোটি টাকার নতুন বিনিয়োগের ঘোষণা করলাম। আমি যা বলি, তা করে দেখাই।'

বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে ৮,৭০০ কোটিরও বেশি টাকার ২২টি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করে তিনি জানান, রাজ্যে ৭৫ হাজার কোটি টাকার সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের মন্ত্রী ও কেন্দ্র-রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকরা।

গডকরি জানান, ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ৪০ হাজার কোটি টাকার জাতীয় সড়ক প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ চলছে। দ্রুত জমি অধিগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র মিললে প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন আরও ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি জানান। সবচেয়ে বড় ঘোষণাগুলির মধ্যে রয়েছে ১৪ হাজার কোটি টাকার কলকাতা রিং রোড, ২০ হাজার কোটি টাকার ডানকুনি, কোলাঘাট আট লেন করিডর, ১২ হাজার কোটি টাকার মোরগ্রাম, কিশনগঞ্জ হাই-স্পিড করিডর, ৮ হাজার কোটি টাকার বারাসত, পেট্রাপোল চার লেন মহাসড়ক এবং ১ হাজার কোটি টাকার বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের উড়াল সড়ক।

এদিন এনএইচ-১৯-এর পালসিট, ডানকুনি ছয় লেন প্রকল্প এবং ফরাক্কায় গঙ্গার উপর চার লেনের নতুন সেতু জাতির উদ্দেশে



বাংলার সড়ক পরিকাঠামোয় এক লক্ষ কোটির বরাদ্দ, 'ফোর-টায়ার' মাস্টারপ্ল্যান কেন্দ্রের

উৎসর্গ করা হয়। পাশাপাশি ২০টি নতুন জাতীয় সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৫৭টি ভেহিকল আন্ডারপাস, রামনগর বাইপাস, নরঘাট ও দ্বারকেশ্বর নদীর উপর সেতু এবং একাধিক সড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্প।

জেলা ভিত্তিক প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে বীরভূমে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর চার লেনের সেতু, রামপুরহাট, সিঞ্চুড়া চার লেন রাস্তা, গাজোল, হিলি, জোকা, ডায়মন্ড হারবার, নন্দকুমার, দীঘা এবং তেলিপাড়া, ফালাকাটা সড়ক সম্প্রসারণ। পাশাপাশি রাজ্যের ৫৯টি দুর্ঘটনাপ্রবণ ব্ল্যাক স্পট উন্নয়নে ৫, ১০০ কোটি টাকার প্রকল্পের ঘোষণাও করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

গডকরির দাবি, এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে শিল্প, বন্দর, কৃষি, পর্যটন এবং সীমান্তবর্তী এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে। একই সঙ্গে পণ্য পরিবহণ সহজ হবে, কর্মসংস্থান বাড়বে এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে নতুন গতি আসবে। গত ছয় মাসে জমি অধিগ্রহণ ও প্রশাসনিক সহযোগিতার জন্য রাজ্য সরকারের ভূমিকাও এদিন প্রকাশ্যে প্রশংসা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

সকালের ব্যস্ত সময়ে ইএম বাইপাস বা মা ফ্লাইওভারে গাড়ির সারিতে আটকে থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা কলকাতাবাসীর নিত্যদিনের অভ্যাস। যদিও সেই চেনা ছবিটা এবার বদলাতে চাইছে কেন্দ্র-রাজ্যের সরকার। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গডকরির কথায় অন্তত তেমনই এক স্বপ্নের শহরের ছবি ফুটে উঠল। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে একাধিক সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে তিনি জানিয়ে দেন, দিল্লি ও মুম্বইয়ের ধাঁচে এবার কলকাতাতেও তৈরি হবে আকাশছোঁয়া 'চারতলা রাস্তা'।

বিষয়টি ঠিক কেমন? তারও ব্যাখ্যা এদিন নিজের বক্তব্যে দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। একটি মাত্র মজবুত পিলার মাটির বুক চিরে ওপরে উঠবে, আর তার ওপর ধাপে ধাপে থাকবে চারটি আলাদা চলার পথ। সবার নিচে চিরাচরিত সাধারণ রাস্তা, তার ঠিক ওপরে একটি ফ্লাইওভার, সেই উড়ালপুলের মাথায় আরও একটি ফ্লাইওভার, আর সবার ওপরে মেঘ ছুঁয়ে ছুটে চলবে মেট্রো রেল। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এই নকশা বাস্তবায়িত হলে শহরের বুকে যানজট বলে আর কিছু থাকবে না বলেই দাবি করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

এদিন শুধু প্রকল্প ঘোষণা করতেই সীমাবদ্ধ থাকতে চান না বলেও স্পষ্ট করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর দাবি, গত ১৩ বছর ধরে সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলানোর অভিজ্ঞতায় ঘোষিত প্রকল্প বাস্তবায়নের উপরই তিনি জোর দেন। গডকরির কথায়, 'আমি এমন নেতা নই, যাঁর দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করে শেষ হয়ে যায়। যে প্রকল্পের কথা বলি, তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করি।' এ দিন রাজ্যের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রশংসাও করেন তিনি। সাহিত্য, শিল্প, চলচ্চিত্র এবং দেশপ্রেমের ইতিহাসে রাজ্যের বিশেষ পরিচিতির কথা উল্লেখ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎ ভারত সম্পর্কে ভাবনার প্রসঙ্গ টেনে গডকরি বলেন, ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার। পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি গড়ার সেই স্বপ্ন পূরণ করতে সড়ক ও অন্যান্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা অতি জরুরি। তাঁর আশা, একুশ শতক ভারতের পাশাপাশি রাজ্যের উন্নয়নেরও শতক হয়ে উঠবে।

নবান্নে মউ স্বাক্ষর

সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা বাড়াতে কেন্দ্রীয় সংস্থা ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব হাইওয়ে ইঞ্জিনিয়ার্সের (আইএইচই) সঙ্গে ২০ বছরের চুক্তি করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে এই মউ স্বাক্ষরিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গডকরি ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। চুক্তি অনুযায়ী, পূর্ত দপ্তরের অধীন কলকাতার রোড অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে (আরবিআরআই) সড়ক নির্মাণ ও মহাসড়ক সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। প্রতিষ্ঠানটি রাজ্য সরকারের অধীনেই থাকবে। আইএইচই প্রশিক্ষণ, বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক, আধুনিক পাঠ্যক্রম, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং শংসাপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করবে। এর ফলে সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রকৌশলীদের দক্ষতা বাড়বে বলে মনে করছে প্রশাসন। আগামী দুই দশক ধরে এই উদ্যোগ রাজ্যের সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

লোকসভা-রাজ্যসভায় বিশেষ অধিবেশন ডাকল কেন্দ্র

মহিলা সংরক্ষণ ও আসন পুনর্বিন্যাস বিল নিয়ে জল্পনা

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: শীতকালীন অধিবেশনের আগেই লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিশেষ অধিবেশন ডাকল কেন্দ্র। সূত্রের খবর, আগামী ৩০ নভেম্বর লোকসভা এবং ২ ডিসেম্বর হবে রাজ্যসভার অধিবেশন। তবে কি এই বিশেষ অধিবেশনেই মহিলা সংরক্ষণ ও আসন পুনর্বিন্যাস বিল পেশ করতে তৎপর কেন্দ্র? জল্পনা বাড়ছে।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'সরকার মাননীয় স্পিকার, লোকসভা এবং মাননীয় চেয়ারম্যান, রাজ্যসভাকে যথাক্রমে সোমবার, ৩০ নভেম্বর লোকসভা এবং বুধবার, ২ ডিসেম্বর রাজ্যসভার অধিবেশন পুনরায় আহ্বান করার অনুরোধ জানিয়েছে, যাতে অত্যাবশ্যকীয় সরকারি কার্যাবলি সম্পন্ন করা যায়। সরকারি কার্যাবলির জরুরি প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে, উভয় কক্ষের অধিবেশন ৩ ডিসেম্বর সমাপ্ত হতে পারে।'

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন, বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব ডাকার অর্থ হল ডিএমকে, এসিপি (শরদ)-এর মতো দলগুলিকে লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস বিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনের জন্য রাজি করিয়ে ফেলেছে সরকারপক্ষ। এই বিল আদতে সংবিধান সংশোধনী বিল। ফলে তা পাশ করাতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংখ্যা জোগাড় হলেও, তা পাশ করাতে ভোটাভুটি করাতেই হবে। ধ্বনিভোটে সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করানো যাবে না।

এত দিন যে কারণে বাদল অধিবেশন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, তা হল লোকসভার আসন বাড়িয়ে ও পুনর্বিন্যাস করে মহিলা সংরক্ষণ চালু নিশ্চিত করা। ডিএমকে, এনসিপি-শরদ পাওয়ারের সাংসদদের ভোট নিয়ে বা তাঁদের ভোটদানে বিরত রেখে, ছোট দলের সাংসদদের ভাঙিয়ে যে অঙ্ক ক্ষমতাসীন দল করেছে, তাতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পার করা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে বলেই বিরোধীদের একাংশও আশঙ্কা করছেন।

বৃহস্পতিবার সংবিধান দিবসের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে বলেছেন, মহিলা ক্ষমতায়নের জন্য সংরক্ষণ বিল আনা জরুরি এবং তা আটকাতে পারবে না কোনও শক্তি। এর আগের অধিবেশনে এই বিলটি বিরোধীরা সমর্থন করেননি বলে তা নিয়ে পিছু হঠতে হয়েছিল শাসক শিবিরকে। শীতকালীন অধিবেশনে তা পাশ করতে মরিয়া। তবে তার আগেই বিশেষ অধিবেশন ডেকে বিল দুটি পাশ করানো কেন্দ্রের লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালের পেশ করেছিলেন লোকসভার আসন বাড়িয়ে ও পুনর্বিন্যাস করে মহিলা সংরক্ষণ চালু সংক্রান্ত তিনটি বিল; ১. লোকসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল । ২. লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস (ডিলিমিটেশন) সংক্রান্ত বিল। ৩. কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন সংশোধনী বিল। প্রথম বিলটি দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থন পেতে হওয়ায়, পরের দু'টি নিয়ে ভোটাভুটির পথে হাঁটেনি কেন্দ্র।

'কোনও শক্তি আটকাতে পারবে না মহিলা সংরক্ষণ বিল'

সংবিধান দিবসে প্রত্যয়ী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: সংবিধান দিবসে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে নিশানা করলেন বিরোধী এবং 'দিমাগি নকশাল'দেরও। বৃহস্পতিবার সংবিধান দিবস উপলক্ষে বহু সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে প্রধানমন্ত্রীর লেখা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে মোদী সাফ জানিয়েছেন, কোনও শক্তিই মহিলা সংরক্ষণ বিল আটকাতে পারবে না। এই বিলের বিরোধিতা করায় কংগ্রেস-সহ বিরোধীদেরও একহাত নিয়েছেন তিনি।

সংবিধান দিবসে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশের সংবিধান গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন মহিলারা। তাই তাদের স্বীকৃতি না দিলে দেশের সাংবিধানিক যাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।' গত এপ্রিলে সংসদে বিশেষ অধিবেশন ডেকে মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ করেছিল মোদী সরকার। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন না



মেলায় সেই বিল পাশ করাতে পারেনি সরকার। সেই প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন মোদী। বিষয়টিকে তিনি 'লজ্জা' বলেও অভিহিত করেছেন। বিল পাশে 'বাধা' দেওয়ায় বিরোধীদের কটাক্ষ করে মোদী বলেন, 'এহেন কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা ফের সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি তাদের অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমি ভারতের নারী শক্তিকে আশ্বস্ত করছি যে, তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা থেকে কোনও শক্তিই আটকাতে পারবে না।' কংগ্রেসকে নিশানা করে মোদী বলেন, 'সংবিধানে বিরোধী দলের ভূমিকা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। কিন্তু কংগ্রেস ক্রমশ বিরোধী পক্ষের পরিবর্তে অবরোধ পক্ষে পরিণত হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করা সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের বিকল্প হতে পারে না।'

সংবিধান দিবসে প্রধানমন্ত্রীর মুখে 'দিমাগি নকশাল' প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। তিনি বলেন, 'কয়েক দশক ধরে নকশালরা হিংসার ভয় দেখিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। সেই নকশালদের আমরা উচ্ছেদ করেছি। তবে এখন আমাদের সামনে দিমাগি নকশালরা রয়েছে। এরা আমাদের উন্নয়নের গতিপথকে ব্যাহত করার প্রচেষ্টায় অটল।'

অভিষেকের বিরুদ্ধে থানায় কাকা বাবুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিবারের বিবাদ এ বার পৌঁছল থানার দরজায়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কালিঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন তাঁর কাকা স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে বাবুন। বৃহস্পতিবার, ২৬ নভেম্বর বিকেল ৪টে ১৫ মিনিট নাগাদ থানায় অভিযোগপত্র জমা পড়ে।

অভিষেকের বিভিন্ন সময়ে বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে করা মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই এই অভিযোগ বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা দিতে বলপ্রয়োগ এবং ভয় দেখানোর মতো অপরাধের অভিযোগ তোলা



হয়েছে। অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার আর্জিও জানিয়েছেন বাবুন।

কালিঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে জমা দেওয়া ওই অভিযোগে অভিষেকের বক্তব্য ও আচরণ নিয়ে আপত্তি জানানো হয়েছে। তবে এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ করে, এখন সেদিকেই নজর।

শুভেন্দুর আবদার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার কোলাঘাটে সড়ক সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বক্তব্য রাখতে গিয়ে অসমের রাস্তায় সেই রাফালে অবতরণের কথা মনে করান। কোলাঘাটের অনুষ্ঠান থেকে শিলিগুড়িতে ১১৬ কিলোমিটার রিং রোড যা নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশের সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকরির কাছে তিনি কার্যত আবদার জানান, বাংলার নতুন ও সম্প্রসারিত রাস্তার পরিকাঠামোও সেভাবেই হোক, যাতে এখানেও যুদ্ধবিমান অবতরণ করতে পারে। জানা যাচ্ছে, একেকটি ওজনদার যুদ্ধবিমান কোথাও অবতরণ করার জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত শক্তিশালী কংক্রিটের বলয়। যা সাধারণত বায়ুসেনা ছাউনিতে থাকে। সেই একই কংক্রিটের স্ট্রাকচার-সহ গোটা রাস্তা তৈরি করা সহজ কথা নয়। উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের 'চিকেন নেক' বরাবর চিন সীমান্তে কড়া নজর কেন্দ্রের। ধাপে ধাপে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে সেই অংশের সুরক্ষা বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিলিগুড়ির বাগডোগরায় সেনা ছাউনি, আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতে ইতিমধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। এবার সড়ক পরিবহণ উন্নয়নের আওতায় উত্তরবঙ্গে যেসব রাস্তা সম্প্রসারিত ও নতুন রাস্তা তৈরি হবে, তার পরিকাঠামো যেন এমন হয় যে যুদ্ধবিমান অবতরণ করতে পারে।

কলকাতায় বাড়ছে শীতের আমেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নভেম্বরের শেষ সপ্তাহেই শীতের দাপট বাড়তে শুরু করেছে রাজ্যে। কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই ২০ ডিগ্রির নীচে নেমে গিয়েছে। আগামী দু'দিনে পারদ আরও ২ থেকে ৪ ডিগ্রি কমতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পশ্চিমের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। আপাতত রাজ্যে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী সাত দিন রাজ্যের সর্বত্র শুকনো আবহাওয়া বজায় থাকার পূর্বাভাস দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস। এই প্রসঙ্গে আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানান, উত্তুরে হাওয়ার প্রভাবে রাজ্যে ঠান্ডা বাড়ছে। উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশ ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর থাকা ঘূর্ণাবর্তটি অসমের দিকে সরে যাচ্ছে।



মধ্যপ্রদেশ, অসম ও কেরলেও ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। তবে এর প্রভাবে আপাতত রাজ্যে বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। উত্তরের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই আকাশ পরিষ্কার থাকবে। রাতের তাপমাত্রা আরও কমলেও দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। কলকাতা ও আশপাশের জেলাগুলিতে সকালে ও রাতে ঠান্ডার অনুভূতি বাড়বে। তবে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে শীতের প্রভাব তুলনায় বেশি থাকবে বলেই আলিপুর হাওয়া অফিস সূত্রের খবর। তবে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা কমছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কুয়াশার সম্ভাবনা। দার্জিলিং-সহ পাহাড়ি এলাকায় কুয়াশার দাপট বেশি থাকতে পারে। সমতলের জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার পূর্বাভাস থাকছে। কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা কমে ২০০ মিটার পর্যন্ত নেমে আসতে পারে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। বুধবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.০৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩.৮ ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৪ ডিগ্রি, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৯ ডিগ্রি কম। গত ২৪ ঘণ্টায় শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ৩ ডিগ্রি কমেছে। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ১৭ ডিগ্রির আশপাশেই ছিল। এছাড়াও বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বুধবার সর্বোচ্চ ৯৮ এবং সর্বনিম্ন ৫৯ শতাংশ ছিল।

সংবিধান দিবসে কংগ্রেসকে আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংবিধান দিবসের মঞ্চ থেকে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৯৩ শতাংশ ভোটদানকে 'সংবিধানের জয়' বলে ব্যাখ্যা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় ড. ভীমরাও আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, মানুষের বিপুল অংশগ্রহণই প্রমাণ করেছে গণতন্ত্র ও সংবিধানের উপর মানুষের আস্থা অটুট রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচন ছিল শান্তিপূর্ণ। ভোটের দিন কোথাও মৃত্যুর ঘটনা বা গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার নজির ছিল না। ফলতা ছাড়া অন্য কোথাও পুনর্নির্বাচনেরও প্রয়োজন পড়েনি। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান।

শুভেন্দু বলেন, দেশের সর্বোচ্চ পথপ্রদর্শক সংবিধান। সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ সংবিধানের আদর্শ



বৃহস্পতিবার সংবিধান দিবস উপলক্ষে বিধানসভায় ভিমরাও আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

মেনেই পরিচালিত হওয়া উচিত। একই সঙ্গে তিনি কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, জরুরি অবস্থা জারি করে যারা সংবিধানের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছিল, তাদের সংবিধান রক্ষার কথা বলার নৈতিক অধিকার নেই। আম্বেদকরের আদর্শ অনুসরণ করে সাংবিধানিক মূল্যবোধ আরও শক্তিশালী করার আহ্বানও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, আগের তৃণমূল সরকারের আমলে সংবাদমাধ্যম-স

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Sonatan Roy**, S/O. Bholanath Roy, R/O. Vill. Satghata, P.O. Charuitipi, P.S. Chapra, Dist Nadia, Pin-741123, WB. do hereby declare that I have changed my name from Sonatan Roy to Rupsanatan Roy and henceforth I shall be known as Rupsanatan Roy in all purpose vide affidavit No. 19894 sworn before the Ld. Executive Magistrate (1st Class) at Krishnagar Nadia on 12.10.2026. Rupsanatan Roy and Sonatan Roy both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Yeshika Yogendra Jain wife of Yogendra Jain residing at 70/1, 2nd Floor Harish Mukherjee Road, P.O: Bhowanipore, Police Station: Kalighat, Kolkata-700025 also known as Yeshika Jain henceforth be known as Yeshika Yogendra Jain as declared before The Learned Notary Public at Kolkata vide Affidavit No: 262 dated 25.11.2026 and further that Yeshika Yogendra Jain and Yashika Jain both are same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Piyali Banerjee, W/o. Subhendu Sen, D/o. Late Debasis Banerjee, R/o. Narua Satya Pir Tala (West), P.O. & P.S. Chandannagar, Dist. Hooghly, Pin 712136, W.B. have changed my Name from Piyali Banerjee (Sen) to Piyali Banerjee, vide Affidavit No. 8897, dated 04.11.2026, sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly at Chandernagore Court. Henceforth, I shall be known as Piyali Banerjee instead of Piyali Banerjee (Sen) and all my relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that Piyali Banerjee and Piyali Banerjee (Sen) and Piyali Banerjee Sen, W/o. Subhendu Sen, D/o. Late Debasis Banerjee all are the same and one identical person.

গত ইং 29.09.2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 23263 নং এফিডেভিট বলে আমি Anup Bera, S/o. Haripada Bera, R/o. Pratappur, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, গত ইং 10.01.2017 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Layala Bibi এর সহিত বিবাহের পর আমি Sk Ariyan নামে পরিচিত হইয়াছি এবং Anup Bera নাম পরিবর্তন করিয়া Sk Ariyan নামে পরিচিত হইয়াছি ও আমার সঠিক নাম Sk Ariyan আমার সকল নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করিতে চাই, এবং Sk Ariyan ও Anup Bera, S/o. Haripada Bera, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 26/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 27193 নং এফিডেভিড বলে আমি, Resma Bagam, W/o. Moktar Ali Sk, সাকিম কাঁকড়াজোল, জেজুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sk Sahabul Ali) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 1448, dated 30.12.2011, D.O.B. 24.12.2011) পুত্রের মাতার সঠিক নাম Resma Bagam-এর পরিবর্তে Reshma Bibi লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Resma Bagam লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/ পুত্রের মাতা Resma Bagam ও Reshma Bibi, W/o. Moktar Ali Sk, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 26/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 27195 নং এফিডেভিড বলে আমি, Resma Bagam, W/o. Moktar Ali Sk, সাকিম কাঁকড়াজোল, জেজুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sk Toyasin Ali) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 395, dated 15.05.2007, D.O.B. 03.05.2007) পুত্রের মাতার সঠিক নাম Resma Bagam-এর পরিবর্তে Reshma Bibi লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Resma Bagam লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/ পুত্রের মাতা Resma Bagam ও Reshma Bibi, W/o. Moktar Ali Sk, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 26/11/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 19487 নং এফিডেভিট বলে আমি Halim Mallick S/o. Samsul Mallick ও Halim Mollick S/o. S Mollick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 29/09/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 02 নং এফিডেভিট বলে আমি Arun Chandra Mandal S/o. Ramendra Nath Mandal ও Arun Ch Mandal S/o. Lt. R N Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 29/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16912 নং এফিডেভিট বলে আমি Parimal Tafadar S/o. Mahendralal Tafader ও Parimal Tarafder S/o. Mahendralal Tarafder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/10/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 30 নং এফিডেভিট বলে আমি Jadav Bauldas S/o. Kanai Bauldas ও Jadab Das S/o. K Das @ Kanai Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 25/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 27092 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sumita Meel Nandi, W/o. Arup Kumar Nandi, D/o. Subodh Kumar Meel, R/o. Naldanga, P.O. Bandel, P.S. Chinsurah, Dist. Hooghly, W.B.-712123, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার আধার কার্ডে (Being No. XXXX XXXX 9217) আমার সঠিক নাম Sumita Meel-এর পরিবর্তে Sumita Meel Nandi লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Sumita Meel লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Sumita Meel and Sumita Meel Nandi & Sumita Nandi, W/o. Arup Kumar Nandi, D/o. Subodh Kumar Meel, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change of Name

I, **Mohammd Ishwaque Alam** S/o **Mohammad Siddique**, residing at Debalpur, H.No.- 186, Ward No.- 05, P.O.- Kharagpur, P.S.- Kharagpur (T), Dist.- Paschim Medinipur, W.B, PIN- 721301 shall henceforth be known as **MD Ishwaque Alam** S/o **MD Siddique** as declared In the Court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide Affidavit No. 14613 Dated 23/11/2026. **Mohammd Ishwaque Alam** S/o **Mohammad Siddique** and **MD Ishwaque Alam** S/o **MD Siddique** both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, SUMAN MAJUMDER S/O SUBHASH MAJUMDER R/O SANGHATI COLONY, IST FLOOR, FLAT-1B, P.O REGENT ESTATE, P.S. NETAJI NAGAR, KOLKATA,WEST BENGAL-700092, DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY SON'S NAME FROM "ISHAAN MAZUMDAR" TO "GAURAV MAJUMDER" AS DECLARED BEFORE JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS ALIPORE COURT (WB) VIDE AFFIDAVIT NO. 96467 DATED 19.11.2026. GAURAV MAJUMDER AND ISHAAN MAZUMDAR BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

নাম-পদবী

আমি পাপিয়া শাসমল জানা, পিতা- চন্দন শাসমল, স্বামী- তমোঘ্ন জানা, গ্রাম ও পোঃ- উদয়পুর, থানা- খানাকুল, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০৬ বাবার LIC পলিসিতে (433233981) নমিনিতে আমার নাম চন্দ্রানী শাসমল আছে। 13/11/2026 ঘাটাল কোর্টে 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট দ্বারা পাপিয়া শাসমল জানা ও চন্দ্রানী শাসমল একই মহিলা হিসাবে পরিচিত হলাম।

AFFIDAVIT

I, **OMAR FARUK BHANGI** S/O SOYED ALI BHANGI residing at Vill.- Gargarighati, P.O.- Maheshpur-Murakata, P.S.- Chandrakona, Dist.- Paschim Medinipur, PIN- 721201, W.B. do hereby declare vide affidavit no. 60 dated 12.10.2026 in the Court of Ld. A.C.J.M. (1st Class) at Ghatal that actual name of my wife, son and mine are Asiya Bibi, Mahammad Hujaifa Bhangi and Omar Faruk Bhangi respectively and these are recorded in our Aadhaar, PAN and Voter Card but in the birth certificate of my said son vide registration no. 04, date of registration- 06/02/2012 issued by Sub- Registrar and Pradhan, Lakshmipur Gram Panchayat of Chandrakona, our names have been recorded as Asia Bibi, Huaifa Ali Bhangi and Amar Faruk Bhangi inadvertently. My son's actual date of birth is 28/01/2012 but in his Aadhaar Card, his date of birth has been recorded as 26/01/2012 inadvertently. Omar Faruk Bhangi and Amar Faruk Bhangi i.e. myself am the same and one identical person. Asiya Bibi and Asia Bibi i.e. my wife is the same and one identical person. Mahammad Hujaifa Bhangi and Huaifa Ali Bhangi i.e. my Son is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা
মিস কেস নং - ১০৭/২০২৬ (সাকসেশন)

দরখাস্তকারী ঃ চন্দন চক্রবর্তী, পিতা-স্বর্গীয় দুলাল কুমার চক্রবর্তী, সাং-D/৩৬ সুন্দিয়া হাউসিং ইস্টেট, ভাটপাড়া, পোস্ট অফিস - থানা-জগদ্দল, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১২৫। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী মৃত দুলাল কুমার চক্রবর্তী, পিতা-স্বর্গীয় কেশব লাল চক্রবর্তী এবং মৃতা বাসন্তী চক্রবর্তী, স্বামী-স্বর্গীয় দুলাল কুমার চক্রবর্তী, উভয়ের সাং উপরোক্ত দ্বারা ত্যক্ত ও গচ্ছিত শেয়ার্স-এর সাকসেশন পাবার জন্য অত্র আদালতে উক্ত নং মামলা রুজু করেছেন। এতে কারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফৎ অত্র আদালতে উপস্থিত হয়ে আপত্তি জানাবেন, নতুবা মামলাটি আইন আমলে আসিবে।

তপশীল

স্বর্গীয় দুলাল কুমার চক্রবর্তী এবং স্বর্গীয়া বাসন্তী চক্রবর্তী মোট ৪৮০টি শেয়ার্স যা (৪৮০x১০=৪৮০) একত্রে কিনেছেন। ফোলিও নং ঃ ০৭৪৩২০৩৩৩, সিরিয়াল নং, সার্টিফিকেট নং এবং শেয়ার্স-এর নং যথাক্রমেঃ ১. ১৬৮০০৫১৬, ২৫, ২. ১৬৮০০৫১৭, ৫, ৩. ৫৫১৯২২৩৩, ২০, ৪. ৫৫১৯২২৩৪, ১০, ৫. ৬২৮২১৯১৪, ৬০, ৬. ৬৭,১৪০৩৯৬, ১২০ এবং ৭. ১৪০৬৩৩২৭৯১৪, ২৪০। মোট-৪৮০।

অনুমত্যানুসারে
কাজী মহঃ ইমতিয়াজ আলি
সেরেস্তাদার, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট,
ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা (উ)

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১। শ্রী সমীর দে, পিতা-শিরিষ দে এবং ২। সুনীতা পাল, স্বামী-সুকুমার পাল ইংরাজী ২৮.০৮.২০১৭ তারিখে বুক নং. IV ২৬৬/ ২০১৭ নং. আমমোক্তার দলিল বলে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪নং. বেজড়া মৌজায় হাল ২৪২/ ১৩১৬ নং. দাগে ও হাল ১২১ নং. খতিয়ানে ২ কাঠা ১০ ছটাক ৩৬ বর্গফুট সম্পত্তি বিগত ইং. ৩০.০৪.২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১১৯০/ ২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে গোপাল পাল, পিতা-ভনিলাল ওরফে ভনি পাল বেজড়া উত্তর, পোঃ-মানকুন্ডু, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৯ পক্ষে আমমোক্তারদ্বয় ১) শ্রীকান্ত মিত্র, পিতা-গদাধর মিত্র, ২) সুখদেব মিত্র, পিতা-গদাধর মিত্র, বেজড়া, পোঃ-মানকুন্ডু, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৯ নিকট হইতে ক্রয় করিয়া খলিসানী বি.এল.আর.ও. অফিসে আবেদন করি যাহার কেস নং.-৫৩১৩/ ২৬ ও ৫৩৪৪/ ২৬। উক্ত আমমোক্তারনামা বা উক্ত দাগে মিউটেশান বিষয়ে কাহারো বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার ১ মাসের মধ্যে বি.এল.আর.ও. অফিসে লিখিত আকারে পেশ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

ইতি
সমীর দে
সুনীতা পাল

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী নারায়ন সরকার, পিতা- সুবোধ সরকার, সাং ১নং শান্তিগড় কলোনী, পোঃ ও থানা- শান্তিপুর, জেলা নদীয়া গত ইং ২২-০৪-২০২৬ তারিখের শান্তিপুর ADSR অফিসের ২৫৬৩/২৬ নং বিক্রয় কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার ১২০নং মইকা মৌজায় L.R ২২২ ও ২৫ নং খতিয়ানে, R.S ও L.R ৩১০, ৩১১, ৩১৫ ও ৩১৬ নং দাগে মোট ৫১.০৮ শতক সম্পত্তি শ্রী অয়ন জোয়ার্দ্দার, পিতা-অনুপ জোয়ার্দ্দারের নিকট হইতে ক্রয় করেন। অয়ন জোয়ার্দ্দার উক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ২৩.০৭.২০১৩ তারিখে কৃষ্ণনগর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৪৯৬নং এবং ঐ একই অফিসের একই তারিখের ৬৪৯৫ নং মুষ্টি দানপত্র দলিলমূলে তাহার ঠাকুরমা রানীবালা জোয়ার্দ্দারের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। রানীবালা জোয়ার্দ্দার উক্ত সম্পত্তি গত ইং ৩০.০৫.১৯৮৬ তারিখের কৃষ্ণনগর DSR অফিসের ৩৬/১৯৮৬নং আমমোক্তার দলিলবলে শ্রীমতী অনুভা সরকার দিগরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। ব্রিদিব প্রামানিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I, SALONI AGARWAL, W/o. Aditya Agarwal resident of 109/99, Malancha Road, Kharagpur (M), Paschim Medinipur, P.O. & P.S.- Kharagpur, W.B.-721301 hereby declare that I have changed my name from KOMAL SHARMA to SALONI AGARWAL and henceforth I shall be known as SALONI AGARWAL in all purpose vide affidavit no. 3740/26 sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate Court at Howrah on 25.11.2026. That SALONI AGARWAL & KOMAL SHARMA is same one & identical person.

PUBLIC NOTICE - LOST PROPERTY DEED

I, Pradipta Kumar Bera, hereby inform the public that my original Gift Deed bearing No. 2232/18, registered on 19th APR 2018 at Additional District Sub Register, Sabang, concerning property situated at Plot no -474, JL NO 157, Mouza- Dandara has been lost and could not be traced. A GD has been lodged at Sabang Police Sation, No.:- 1308 Date:-.26.11.2026 Anyone finding the deed is requested to contact me at 7076782007.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী, মোকাম চুঁচুড়া, প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত।
২০১৭ সালের ২৭ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।

Nilam Halwain, W/o.-Sri Sudama Halwain, Of Sahaganj, Wajed Nagar, Kalitala, P.O.- Sahaganj, P.S.- Chinsurah, Dist.- Hooghly. .....**Plaintiff**

-Vs-

Bijoylal Pansari @ Bijoylal Agarwal, S/o.- Late Rameswarlal Pansari, Of Sahaganj, Wajed Nagar, Kalitala, P.O.- Sahaganj, P.S.- Chinsurah, Dist.- Hooghly. .....**Defendant**

এতদ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জানানো যাইতেছে, উপরিউক্ত বাদী গত ইংরাজী ১৫/০৪/২০২৪ তারিখে উপরিউল্লিখিত মোকর্দ্দমায় ফাইনাল ডিক্রীর দরখাস্ত উপরিউক্ত আদালতে দাখিল করিয়াছেন। এই বিষয়ে আপনি বিবাদীর কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিবস কাল মধ্যে উকিলবাবু নিযুক্ত করিয়া উপরিউক্ত আদালতে উল্লিখিত মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া আপনার আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে। বাদীর নিযুক্ত উকিলবাবু-

অভিজিৎ সাহা।

আদালতের আদেশ অনুসারে-
অম্লান সেন, সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত
চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এটি সকল সংশ্লিষ্টকে জানাতে যে আমার ক্লায়েন্ট জনাব দেবেন দাস @ দেবেন চন্দ্র দাস, পিতা- মনোরঞ্জন দাস, ঠিকানা- ৮০, বারানিলপুর, খেলরমাঠ, পোস্ট- শ্রীপল্লি, থানার- বর্ধমান সদর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০৩, জনাব দেবাশীষ পাল থেকে ৯৪৯ বর্গফুট জমি কিনেছেন। উক্ত জমি পূর্ব বর্ধমান জেলার, বর্ধমান সদর থানার, মৌজা- বলিদাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, এলআর খতিয়ান নং ২৮২৪, ২৬৯৩ এ অন্তর্ভুক্ত, আরএস প্লট নং ৪১৩/২৫০৬ ও এলআর প্লট নং ৭৫২ এর অন্তর্গত, বর্ধমান পৌরসভার অধীনে। ক্রয় প্রক্রিয়াটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ০২০৩০৩৬৬২ বছরের ২০২৫ অনুযায়ী, এডিএসআর, বর্ধমান অফিসে সম্পন্ন হয়েছে, যা ডেভেলপমেন্ট পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। ডেভেলপমেন্ট হলো শ্রী হরি পাটনারশিপ ফার্ম, যার অংশীদাররা হলেন জনাব রাহুল বুরুরা, যিনি নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নং ০২০৩০৪২৩৬, ২০২২, এডিএসআর, বর্ধমান অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত। এবার আমার ক্লায়েন্ট আরও ঘোষণা করেছেন যে উল্লেখিত বিক্রয় দলিল নিবন্ধনের সময়, বিক্রেতা এবং তাঁর আইনগতভাবে গঠিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি জীবিত ছিলেন। যদি কোনো ব্যক্তি/ব্যক্তিরা, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান উল্লিখিত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো দাবী করে বা উল্লিখিত দলিল বা পিএওএ সম্পর্কিত কোনো আপত্তি থাকে, তারা অনুরোধ করা হলো যে তারা তার/তার/তাদের দাবী বা আপত্তি সমর্থনে বৈধ আইনি দলিলের সহিত ৩০ দিনের মধ্যে এই বিজ্ঞাপনের প্রকাশের তারিখ থেকে যোগাযোগ করুন, যদি না করা হয় তবে বিষয়টি "কোনো দাবি নেই" হিসেবে ধরা হবে।

কৃষ্ণেন্দু কিশোর দাস, অ্যাডভোকেট,
বর্ধমান জেলা জাজেস কোর্ট।

NOTICE

I, **Achchhelal Chauhan** S/o Gharbharam Chauhan, R/o - Saradapally, P.O.- Inda, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschime Medinipur - 721305, executed General Power of Attorney in respect of 02 Dec. property, vide Deed No. IV-78 on 20/04/2021 at A.D.S.R Kharagpur, Dist.- Paschim Medinipur, in favour of Sk. Moinuddin S/o Sk. Hossainuddin in respect of 02 Dec. property, Plot No. RS & LR- 14, Khatian No. RS.-18 & LR- 230, Mouza - Kajichak, J.L. No. - 231, P.S.- KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx 1.23 Dec. area of the said property to **Amrin Begam** W/o Sk. Mubarak, R/o- Jafala, P.O.- Jakpur, P.S.- Kgp (L), Dist.- Paschim Medinipur- 721301, through the Deed No. - I-3861/26 on 18/06/26 at A.D.S.R. Kharagpur. That if any person have any objection, then he / she may communicate with me or B.L. & L.R.O. office within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law. **Achchhelal Chauhan**

আমি শ্রী কামাল হোসেন নস্কর, পিতা- মমিন কালি নস্কর ইংরাজী ০৩.০৩.২০২৩ তারিখে বুক নং.-I ২১২৯/ ২০২৩ নং. আমমোক্তারনামা দলিল বলে এ.ডি.এস.আর. সাব-রেজিষ্ট্রী হুগলী-I রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং. খলিসানী মৌজায় এল.আর. ৮৬৫ নং. দাগে ও হাল ৫৭৬০ নং. খতিয়ানে মোট ১.৫১ একর সম্পত্তির মধ্য হইতে ৩ কাঠা ১৫ ছটাক ৪০.৫ বর্গফুট সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রী-I হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১০৬৫২/ ২৬ নং. বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে তন্ময় মজুমদার, পিতা- রঞ্জিত কুমার মজুমদার, শরৎ চন্দ্র গলি, পোঃ- বুড়োশিবতলা, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং.-৭১২১০৫ পক্ষে আমমোক্তার বিশ্বনাথ বড়, পিতা- কার্ত্তিক ভড় ও নমিতা ভড়, স্বামী-বিশ্বনাথ বড়, খলিসানী শীতলাতলা, পোঃ-খলিসানী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৮ নিকট হইতে ক্রয় করি এবং খলিসানী বি.এল.আর.ও. অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করি, যাহার কেস নং. ৫২১১/ ২৬। উক্ত আমমোক্তারনামা বা উক্ত দাগে মিউটেশান বিষয়ে কারোর বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার ১ মাসের মধ্যে বি.এল.আর.ও. অফিসে লিখিত আকারে পেশ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

ইতি
কামাল হোসেন নস্কর

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন

সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র

সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ-৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,

সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,

প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,

নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,

অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয় উদ্যোগ সমূহ,

শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,

ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,

প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি

সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৫৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,

দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,

শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি

দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,

রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,

অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ-খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,

মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস,

প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অন্নষ্ঠান ভবন,

প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency,

শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,

অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন-৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,

সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,

গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

আমতলায় অভিষেকের কার্যালয় মামলায় স্বস্তি, ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বহাল রাখল হাইকোর্ট

দেবাশিস দে



আমতলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমতলা মোড় সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় ও সাংসদ কার্যালয় সংক্রান্ত মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে আদালত জানিয়েছে, আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই ভবন ভাঙার উপর স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। ফলে ওই সময়সীমা পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে ভবনটিতে আর কোনও ভাঙচুর চালানো যাবে না।

আদালতের নথি ও মামলা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল গত ১৭ মে। অভিযোগকারী সুশান্ত মণ্ডল আমতলার ওই কার্যালয়টি অবৈধভাবে নির্মিত হয়েছে বলে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসন প্রাথমিক পদক্ষেপ করে এবং গত ১৮ জুলাই কার্যালয়টির একটি অংশ ভেঙে ফেলা হয়। পরের দিন অর্থাৎ ১৯ জুলাই পুনরায় ভাঙার কাজ শুরু হলে বিষয়টি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে গত ১৬ অগস

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৭ নভেম্বর ২০২৬, ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ শুক্রবার

আগামী শিক্ষাবর্ষে বদলাচ্ছে স্কুলের পাঠ্যবই

নতুন সিলেবাস তৈরিতে বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তনের প্রস্তুতি শুরু হল। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই সব শ্রেণির পাঠ্যবই সংশোধন ও নতুন বিষয়বস্তু যুক্ত করার পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার, এমনটাই জানালেন স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ তৈরি করতেই এই উদ্যোগের লক্ষ্য বলে জানান স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। এই বিষয়ে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করার জন্য নিয়োগ করতে বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট সরকারের হাতে এসেছে। সেই রিপোর্ট মেনেই বই বদল করার কাজে এগোচ্ছে শিক্ষা দপ্তর। এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই সিলেবাস তৈরি করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থারও পরিবর্তন প্রয়োজন। সেই কারণে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সমস্ত ক্লাসের বইয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কী কী বিষয় পাঠ্যক্রমে যুক্ত হবে, কোন অংশে সংশোধন করা



প্রয়োজন, তা খতিয়ে দেখতেই বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। কমিটি তাদের পর্যালোচনা শেষ করে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেই সুপারিশকে ভিত্তি করেই নতুন পাঠ্যবই তৈরির কাজ চলছে। তবে কোন শ্রেণির কোন বইয়ে কী ধরনের পরিবর্তন আসছে, তা এখনও প্রকাশ্যে জানানো হয়নি। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান অত্যন্ত জরুরি। শুধুমাত্র পরীক্ষায় ভালো ফল করাই নয়, আগামী দিনে যাতে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই পাঠ্যক্রমকে আরও উপযোগী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই শিক্ষার পাঠ্যক্রম নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনার উদ্যোগ নিয়েছে নতুন রাজ্য সরকার। অতীতে বিভিন্ন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে আপত্তি তুলেছিল বিজেপি। নতুন করে সিলেবাস কমিটি গঠন করে সেই পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কারের কথা আগেই জানান। শিক্ষায় জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটানো সরকারের অন্যতম লক্ষ্য বলে জানা যাচ্ছে। তবে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করতে উদ্যোগকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা আপত্তিও তুলছে। তাদের অভিযোগ, ইতিহাসের ব্যাখ্যা বদলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই বিতর্কের মধ্যেই আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন পাঠ্যবই চালুর প্রস্তুতির কথা জানান স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন।

‘তোলাবাজি’ বন্ধ করতে এবার দলের অন্দরেই কড়া নজরদারি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাব্বিশের নির্বাচনে দল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট-রাজের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিচ্ছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ও রাজ্য সরকার। দলের নাম ভাঙিয়ে টাকা আদায় কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যবসায়ীদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠলে কাউকে বরদাস্ত করা হবে না বলেই বারবার সেই বার্তা দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এই বার দলের সাংগঠনিক কাঠামোতেও সেই নিয়ন্ত্রণকে আরও শক্ত করতে চাইছে রাজ্য নেতৃত্ব। বিধায়ক থেকে মণ্ডল স্তরের নেতা, কারও একক সিদ্ধান্ত নিয়ে যাতে বিতর্ক তৈরি না হয়, তার জন্য জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করার পথে হাঁটছে দল। যদিও তোলাবাজি নিয়ে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই প্রশ্নে নিজের ও দলের কড়া অবস্থান অবশ্য বেশ কয়েক মাস ধরেই স্পষ্ট করে আসছেন। গত অগস্টে দলীয় প্রশিক্ষণ শিবির থেকেই দলের বিধায়কদের উদ্দেশে তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন, ‘দলের উর্ধ্বে কেউ নন। কেউ কেউ নিজেকে বিধানসভা এলাকার মুখ্যমন্ত্রী ভাবছেন! এই ভুল করবেন না।’ তাঁর অভিযোগ ছিল, কয়েকজন নির্বাচনে জিততে না পারলেও তোলাবাজির দোকান খুলে বসেছেন। দলের কাছে সেই খবর আছে বলেও জানান তিনি। এর আগে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে শমীক স্পষ্ট করে দেন, বিজেপির পতাকা নিয়ে কোনও কারখানা বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কেউ টাকা চাইলে তাঁর জায়গা জেলেই হবে। এই প্রসঙ্গে শমীকের স্পষ্ট বার্তা, ‘কেউ যদি বিজেপির পতাকা ব্যবহার করে টাকা দাবি করে,



তাহলে কাছের পার্টি অফিসে সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করতে হবে। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করুন। পুলিশ আইনত ব্যবস্থা নেবে।’

পাশাপাশি নিজের নাম ও ছবি ব্যবহার করেও টাকা চাওয়ার ঘটনা সামনে আসার কথাও এর আগে জানান শমীক। এমন অভিযোগের ক্ষেত্রে সরাসরি তাঁর কাছে আসার আবেদনও করেন তিনি। অগস্টে দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে খোলা চিঠিতে আরও কড়া বার্তা দিয়ে জানান, দুর্নীতি বা দলীয় নীতিবিরোধী কাজে কারও জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে পদমর্যাদা না দেখে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দলের হয়ে কেউ এমন কাজ করলে তার দায় দল নেবে না। এবার সেই অবস্থানেরই সাংগঠনিক ক্ষেত্রে প্রতিফলন ঘটাতে চাইছে রাজ্য বিজেপি। জেলাস্তরে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কোর কমিটির সম্মতি, জেলা সভাপতির অনুমোদন এবং শেষ পর্যন্ত রাজ্য নেতৃত্বের ছাড়পত্র নিতে হবে। অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি বা স্থানীয় নেতা নিজের ক্ষমতায় কোনও কর্মসূচি কিংবা প্রশাসনিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। দলের অন্দরে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তোলাবাজি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে লাগাম টানা এবং সরকারের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখাই এই কড়াকড়ির লক্ষ্য বলে মনে করছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

বাংলাকে অশান্ত করতে অভিষেক ব্যানার্জি জেহাদিদের কাজে লাগাচ্ছেন: অর্জুন সিং



নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বোলপুরের পর এবার আসানসোল। বুধবার বিকেলে আসানসোলের হীরাপুরে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে সাইবার প্রতারণা-সহ একাধিক মামলায় অভিযুক্ত প্রতাপ দাস ওরফে প্যাও-য়ের বিরুদ্ধে। আসানসালের হীরাপুরে গুলি কাণ্ড নিয়ে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং অভিষেক ব্যানার্জিকে নিশানা করেছেন। বৃহস্পতিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী অর্জুন সিং দাবি করেছেন, মরিয়া হয়ে অভিষেক ব্যানার্জি জেহাদিদের কাজে লাগাচ্ছেন, যাতে বাংলাকে ডিস্টার্ব করা যায়। কিন্তু বাংলার পুলিশ যথেষ্ট সক্ষম। তবে যারা এসব করছে এবং যারা এসব করাচ্ছেন, পুলিশ প্রশাসন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। মন্ত্রীর অভিযোগ, আজকে লড়াইটা অভিষেক ব্যানার্জি এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, যাতে বাংলাকে ডিস্টার্ব করা যায়। এনকাউন্টার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী বলেন, এই ধরনের অপরাধীদের কঠোর বার্তা দিতে হবে, অন্যথায় রাজ্যকে অশান্ত করার চেষ্টা চলতেই থাকবে।



বৃহস্পতিবার নবান্নে মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় পরিবহণমন্ত্রী নিতিন গড়করি।

জিএসটি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে লুঠ, উধাও প্রায় দু’কেজি সোনা



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারি দপ্তরের আধিকারিক বলে পরিচয় দিয়ে তল্লাশির নামে সোনার দোকানে ঢুকে বড় চুরির ঘটনা ঘটল পার্কস্ট্রিটে। আড়াই কোটি টাকা মূল্যের প্রায় দু’কেজি সোনার গয়না নিয়ে উধাও হল দুষ্কৃতীরা। বুধবার গভীর রাতে পার্ক স্ট্রিটের কারনানি ম্যানশনের একটি শোরুমে এই ঘটনা ঘটে বলেই জানা যাচ্ছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ, লুঠ হওয়া গয়নার বাজারদর প্রায় আড়াই কোটি টাকা। জনপ্রিয় হিন্দি ছবি ‘স্পেশ্যাল ২৬’-এর ধাঁচে এই কাণ্ড ঘটানো হয় বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। অভিযোগ অনুযায়ী, রাত দেড়টা নাগাদ এক দল দুষ্কৃতী জিএসটি দপ্তরের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে শোরুমে ঢোকে। সরকারি তল্লাশি চলছে, এমন ভান করে তারা ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর দোকান থেকে বিপুল পরিমাণ সোনার গয়না নিয়ে পালিয়ে যায়। ‘স্পেশ্যাল ২৬’ ছবিতে ভুয়ো সিবিআই আধিকারিক সেজে হানা দিয়ে লুঠপাট চালাত একটি অপরাধী দল। পার্ক স্ট্রিটের ঘটনাতেও একই ধরনের ছক ব্যবহার করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যদিও শোরুমের মালিক ও কর্মীদের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পার্ক স্ট্রিট থানা। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, মোট ১,৯৮১.৭৮০ গ্রাম সোনা চুরি হয়। চুরি যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ১০৮টি সোনার চুড়ি এবং ২০টি বালা। এই ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পার্ক স্ট্রিট থানার পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরাও সেখানে পৌঁছন। চুরির তদন্ত শুরু করতে শোরুমের ভিতর ও আশপাশের রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। দুষ্কৃতীরা কীভাবে এসেছিল, কোন পথে পালিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে শোরুমের কারও যোগাযোগ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার সময় দোকানে থাকা কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এছাড়াও ফুটেজের ছবি অপরাধীদের তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার কাজ চলছে। তবে শহর ছেড়ে পালানোর সুযোগ আটকাতে বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি ও নাকা তল্লাশি বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি চুরি যাওয়া সোনা গলিয়ে ফেলা বা অন্যত্র বিক্রি আটকাতে স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও কারিগরদের সতর্ক করা হয়। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, আমরা এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি।

পাহাড়কে যানজট মুক্ত করতে দার্জিলিংয়ে কলকাতা পুলিশের বিশেষজ্ঞ দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীতের আমেজ গায়ে মাখতে বাঙালির চিরকালীন প্রিয় ঠিকানা শৈলশহর ‘দার্জিলিং’। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় যেমন বেড়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শহরে যানজটের যন্ত্রণা। শৈলশহরের এই ট্র্যাফিক জট কাটাতে এবার কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা রাখছে দার্জিলিং জেলা পুলিশ। ইতিমধ্যেই লালবাজার থেকে পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল পাহাড়ে পৌঁছেছে। চারদিনের এই সফরে তাঁরা দার্জিলিং ছাড়াও কার্শিয়াং, সোনাদা এবং জোরবাংলোর মতো ব্যস্ত এলাকাগুলো ঘুরে দেখছেন। মূলত কোথায় এবং কেন গাড়ির জট তৈরি হচ্ছে, সেই কারণগুলোই খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার এই বিশেষজ্ঞ দলটি দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও সোনাদার একাধিক এলাকা পরিদর্শন করে। পাহাড়ি রাস্তার চওড়া কতটা, গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা কেমন, কোথায় বেশি জট পাকছে এবং ট্র্যাফিক সিগন্যাল বা পথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা কী অবস্থায় আছে, সবকিছুই খুঁটিয়ে দেখেন তাঁরা। পাহাড়ের ভৌগোলিক গঠন ও সরু রাস্তার কথা মাথায় রেখে কীভাবে যান চলাচল মসৃণ করা যায়, সে বিষয়ে একটি



প্রযুক্তিগত রিপোর্ট তৈরি করবে এই দল। এই প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার ওয়াই শ্রীকান্ত জগন্নাথরাও বলেন, জেলার ট্র্যাফিক সমস্যার মূল্যায়ন এবং সম্ভাব্য সমাধানের জন্য কলকাতা পুলিশের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। সেই অনুরোধে পাঁচ সদস্যের দল পাঠানো হয়েছে। তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। যদিও পুলিশ প্রশাসনের মতে, শুধু রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাফিক সামলে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন, জিটিএ, পুরসভা, স্থানীয় স্কুল এবং রাস্তা নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত সব দপ্তরকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তবে বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসে পরিকাঠামোগত ও প্রশাসনিক রদবদলের পরিকল্পনা করা হবে। পুলিশ সুপার আরও জানান, এর আগে দার্জিলিং পুলিশের তরফে ড্রোনের সাহায্য নিয়ে রাস্তার মাপজোক ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। এবার কলকাতা পুলিশের বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্ট এবং ড্রোন সমীক্ষার তথ্য, এই দুই মিলিয়ে পাহাড়ের যানজট দূর করার চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করা হবে।

টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে আপাতত লুক আউট নোটিস নেই, হাইকোর্টে জানাল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশে ফেরার পর বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী মহম্মদ নাজিবুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে নতুন করে লুক আউট নোটিস জারি করা হয়েছে কি না, তা নিয়ে বৃহস্পতিবার জল্পনার অবসান হল। কলকাতা হাইকোর্টে এদিন রাজ্য সরকার জানায়, এই মুহূর্তে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও লুক আউট সার্কুলার কার্যকর করা নেই। ফলে এই বিষয়ে আপাতত স্বস্তি পেলেন টুলু। তবে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক এফআইআর খারিজ করার আবেদন নিয়ে আইনি লড়াই এখনও বাকি। দেশের বাইরে থাকাকালীন টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার জারি করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে গত ১৭ নভেম্বর দেশে ফেরেন তিনি। তার পর পুরনো নোটিস বাতিল হয়েছে কি না, কিংবা নতুন করে কোনও নির্দেশ জারি করা হয়েছে কি না, তা জানতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন টুলু। গত ২০ নভেম্বর বিচারপতি কৃষ্ণা



রাও রাজ্যের কাছে এই বিষয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। বুধবার মামলার শুনানিতে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতে জানান, টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনও লুক আউট নোটিস চালু নেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তিনি দেশে ফেরার পর আগের নোটিসটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, টুলুর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক এফআইআর বাতিল করার আবেদন নিয়ে বুধবার বিচারপতি অজয় মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আগামী ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত টুলু মণ্ডল রক্ষাকবচ পেয়েছেন। তাই এই মামলার শুনানিতে তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই বলে আদালতে সওয়াল করে রাজ্য।

যদিও এই যুক্তিতে আপত্তি জানান টুলুর আইনজীবীরা। তাঁদের বক্তব্য, তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। তাই এফআইআর খারিজ করার আবেদনগুলির দ্রুত শুনানি হওয়া দরকার। তবে শুনানির সময় সংশ্লিষ্ট সব মামলার কেস ডায়েরি আদালতে এখনও জমা পড়েনি। এই মামলাগুলির তদন্তর অগ্রগতি ও অভিযোগের বিস্তারিত তথ্য খতিয়ে দেখতে এদিন রাজ্যকে সমস্ত কেস ডায়েরি পেশ করার নির্দেশ দেন বিচারপতি। আগামী ১ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আদালত।

বাঁশদ্রোণী থানার ব্যারাকে পুলিশকর্মীর ঝুলন্ত দেহ, মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যে থানায় কর্মরত ছিলেন, সেই থানার ব্যারাক থেকেই উদ্ধার হল এক পুলিশকর্মীর ঝুলন্ত দেহ। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার বাঁশদ্রোণী থানার দোতলার ব্যারাকে সঞ্জয় হালদার (৪০) নামে ওই পুলিশকর্মীর দেহ উদ্ধার হয়। তিনি থানার পুলিশের গাড়ির চালক হিসেবে কাজ করতেন। তবে কর্মস্থলের ভিতরে এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক কী কারণে তাঁর মৃত্যু হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এছাড়াও পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, বাঁশদ্রোণী থানার ব্যারাকেই থাকার ব্যবস্থা ছিল সঞ্জয়ের। বুধবার রাতে ব্যারাকের একটি অংশে একাই ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে অন্য পুলিশকর্মীরা সেখানে গেলে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এই বিষয়টি নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই থানার আধিকারিকদের খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করেন। এরপর ওই মৃত পুলিশকর্মীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। যদিও সঞ্জয়ের মৃত্যুর পিছনে কোনও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। বুধবার রাতে তাঁর সঙ্গে কারও কোনও কথা কাটাকাটি বা বিবাদ হয়েছিল কি না, সেই বিষয়টিও জানার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি মৃত্যুর আগে তাঁর গতিবিধি এবং রাতে ব্যারাকের ভিতরে কী পরিস্থিতি ছিল, সে সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করছেন তদন্তকারীরা। তবে থানার মতো নিরাপত্তাবেষ্টিত জায়গায় এক পুলিশকর্মীর এমন মৃত্যুতে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে।

ওয়েব সিরিজের জনপ্রিয় দৃশ্যের অনুসরণে সাইবার সচেতনতা অভিযান পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাইবার প্রতারণা এবং ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে নিয়মিত সচেতনতা অভিযান চালানো হচ্ছে। এবার মানুষকে সাইবার নিরাপত্তার বার্তা দিতে জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ ‘পঞ্চায়েত’-এর পঞ্চম সিজনের ট্রেলারের সাহায্য নিয়েছে পুলিশ। ওয়েব সিরিজের একটি বহুল চর্চিত দৃশ্য ব্যবহার করে পুলিশ মানুষকে সতর্ক করেছে যে অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিগত তথ্য ভাগ করে নেওয়া কতটা বিপজ্জনক প্রমাণিত হতে পারে। পুলিশের বার্তা, ‘তথ্য ফাঁস হলেই সর্বনাশ।’ আসলে, ওয়েব সিরিজ ‘পঞ্চায়েত’-এর এই দৃশ্যে সচিবজি অর্থাৎ অভিষেক ত্রিপাঠি গ্রামের নতুন প্রধান ভূষণ শর্মা ওরফে বনরাকাসকে ছবি তোলার জন্য নিজের মোবাইল ফোন দেন। সেই সময় সেখানে ক্রান্তি দেবী শর্মা ও বিনোদও উপস্থিত থাকেন। ঠিক তখনই সচিবজির মোবাইলে রিঙ্কির হোয়াটসঅ্যাপ থেকে তিনটি লাভ সাইন-সহ বার্তা আসে। মোবাইল স্ক্রিনে এই বার্তাগুলো দেখে ভূষণ ও ক্রান্তি দেবীর প্রতিক্রিয়া এবং তাদের জনপ্রিয় সংলাপ ‘খুব ভালো ছবি এসেছে’ দর্শকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই ঘটনায় সচিবজি ও রিঙ্কির সম্পর্কের গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়।

এই দৃশ্যকেই ভিত্তি করে পুলিশ সাইবার নিরাপত্তার বার্তা দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি শেয়ার করে পুলিশ লিখেছে যে নিজেদের ব্যক্তিগত তথ্য কোনো ভুল ব্যক্তির হাতে চলে গেলে তার পরিণতি কতটা ক্ষতিকর হতে পারে। ভিডিওর শেষে ‘পঞ্চায়েত’-এর টাইটেল ট্র্যাক বেজে ওঠে এবং স্ক্রিনে ভেসে ওঠে বার্তা, ‘তথ্য ফাঁস হলেই সর্বনাশ।’ এর পাশাপাশি ইংরেজিতেও মানুষকে নিজেদের ব্যক্তিগত তথ্য ভাগ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই অভিযানের মাধ্যমে পুলিশ জানিয়েছে যে আজকের ডিজিটাল যুগে মোবাইল ফোন মানুষের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। স্মার্টফোনে ব্যক্তিগত ছবি, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য, প্রয়োজনীয় নথিপত্র থেকে শুরু করে নানা ধরনের গোপনীয় তথ্য মজুত থাকে। সাইবার অপরাধীরা এরই সুযোগ নিয়ে মানুষকে নিশানা বানাচ্ছে। অপরিচিত লিঙ্কে ক্লিক করা, কারও সঙ্গে ওটিপি ভাগ করে নেওয়া বা যাচাই না করে কোনো অ্যাপকে অনুমতি দেওয়া মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। সামান্য অসাবধানতায় ব্যক্তিগত তথ্য সাইবার অপরাধীদের হাতে পৌঁছে যেতে পারে এবং এর অপব্যবহার আর্থিক প্রতারণার পাশাপাশি মানুষকে ব্ল্যাকমেইল করার কাজেও করা হতে পারে।

এই বিপদের কথা মাথায় রেখেই বিনোদনের জনপ্রিয় মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে মানুষের কাছে গুরুতর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে পুলিশ। ‘পঞ্চায়েত’-এর মজার দৃশ্যের মাধ্যমে দেওয়া এই বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে। পুলিশের আবেদন, মানুষ যেন নিজেদের ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যাংকিং বিবরণ এবং ওটিপি কোনো অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ভাগ না করেন এবং যেকোনো সন্দেহজনক লিঙ্কে ক্লিক করার আগে সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করেন।

রামকৃষ্ণালোকে

ব্রহ্মচারী তুষার ভাই

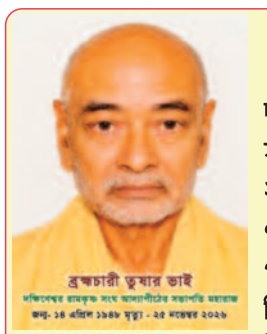

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সভাপতি ব্রহ্মচারী তুষার ভাই- গত ২৫শে নভেম্বর ২০২৬ ইংরেজী বুধবার ৭৯ বৎসর বয়সে স্বজ্ঞানে স্ব-ধামে গমন করেন। এই উপলক্ষে আগামী ৫ই ডিসেম্বর শনিবার বিশেষ পূজা হোম ও নর-নারায়ণ সেবা এবং ৯ই ডিসেম্বর বুধবার সাধুসেবা অনুষ্ঠিত হইবে।

মাতৃসেবক

ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই (সাধারণ সম্পাদক ও ম্যানেজিং ট্রাস্টী) দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ

সম্পাদকীয়

সুপার হিইম্যান এআই, কতটা বাস্তব, আর কতটা আতঙ্ক?

সবমিলিয়ে মেরেকেটে হাতে নাকি সময় আর মাত্র ১৪ মাস! ২০২৭-এর শেষ দিক পর্যন্ত। আর তার পরেই নাকি বদলে যাবে গোটা পৃথিবী! বদলটা কী রকম? সে সম্পর্কে দুনিয়াকে ভয়ঙ্কর এক ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছেন বিশ্বের বৃহত্তম এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিনমত্তা নির্মাতা সংস্থা অ্যানথ্রপিকের প্রথম সারির গবেষক টাউ লিন। লিনের ভবিষ্যদ্বাণী ওই সময়ের পর নাকি দুনিয়ায় আর কোনও কাজে মানুষের দরকার পড়বে না। তাঁর মানে মানুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে! সেটাও নাকি ধীরে ধীরে নয়, এক্কেবারে রাতারাতি ঘটবে এমন ঘটনা। বোঝো ঠেলা! এখনই প্রায় সব সেক্টর থেকেই মানুষ চাকরি হারাচ্ছেন এআই-এর দাপটে। এখন লিনের এই দাবি সত্যি হলে পরের বছর থেকে তো মানুষের প্রয়োজনই শেষ! প্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি বা সমাজসেবা করতেও নাকি আর মানুষের কোনও প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু প্রশ্নটা হল, এমন দাবির পিছনে কারণটা কী? কী এমন ঘটবে যে রাতারাতি গোটা ব্যবস্থাটাই বদলে যাবে। তার উত্তরও দিয়েছেন টাও লিন। তাঁর দাবি, ২০২৭-এর শেষদিকে নাকি বাজারে এসে যাবে সুপার হিউম্যান এআই। যা নাকি চলতি এআইয়ের থেকে আরও কয়েক হাজারগুণ শক্তিশালী! এর দৌলতেই বদলে যাবে পৃথিবী। লিন যা বলছেন, তার মোদ্দা কথা, ২০২৭-য়েই মানুষের প্রয়োজনীয়তা তাহলে শেষ। বিশ্ব জুড়ে কোথাও আর কোনও চাকরি বা কাজ থাকবে না! মানুষকে হটিয়ে তাঁর জায়গা নেবে সুপার হিউম্যান এআই, তাও আবার রাতারাতি! লিনের কথা ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্কে গোটা বিশ্ব। অনেকেই একে আজগুবি তত্ত্ব বলে উড়িয়ে দিলেও লিন অবশ্য নিজের জায়গায় অনড়। উল্টে তিনি আরও একধাপ এগিয়ে বলছেন, তাঁর কথাগুলো শুনতে যত ভয় লাগছে, বাস্তব পরিস্থিতিটা নাকি তার থেকেও ভয়াবহ হতে চলছে! তাঁর বক্তব্য, এই সুপার হিউম্যান এআই একবার চলে এলে আর কোনও ফিল্ডেই মানুষের দরকার পড়বে না। কারণ, মানুষ যে যে কাজ পারে, সেই সব কাজই মানুষের চেয়েও নিখুঁত ভাবে করবে এই এআই। লিনের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে তোলপাড় গোটা বিশ্ব। এখন অপেক্ষা ছাড়া আর কোনও বিকল্পও নেই।

শব্দছক ৩২২

রবি দাস

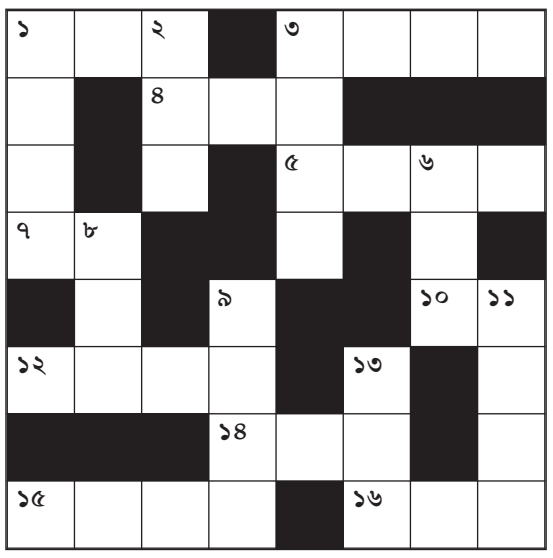

পাশাপাশি: ১. মনস্তাপ ৩. চালচলন ৪. ছন্দে বাঁধা ৫. কার্য ইত্যাদি ৭. আঙুলের অগ্রভাগের উপাস্থিবিশেষ ১০. নতুন ১২. যমরাজের সহকারী ১৪. উপাসনা ১৫. সাগরসমেত উপস্থিতি ১৬. অঙ্গীকার

ওপর-নিচ: ১. ব্যবস্থাপনাদি ২. মনে ভালোলাগা ৩. আজকের পূর্বদিন ৬. কখনও ৮. বিনাশ ৯. মরা শুয়োর ১১. বনের বুকচেরা রাস্তা ১৩. খতম

সমাধান ৩২১ — পাশাপাশি: ১. অনভিপ্রেত ৪. ঝাপান ৬. পাড় ৭. সবল ৯. যারপরনাই ১১. গগন ১৪. বারতা ১৬. মদনমোহন ১৯. মটর ২০ ক্ষয় ২১. রন্ধন ২২. ষষ্ঠতল

ওপর-নিচ: ১. অপারগ ২. ভিড় ৩. তসর ৪. ঝালর ৫. নব্বই ৮. বপন ৯. যান ১০. নাগর ১২. গরাদ ১৩. কামোট ১৪. বাণ ১৫. তাপায়ল

আজকের দিন



■ ১৯৭৫ — গিনেস বুক অফ রেকর্ডসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা রস ম্যাকওয়াইটারকে লন্ডনে আইআরএ বোমারুদের তথ্যের জন্য পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর গুলি করে হত্যা করা হয়।

■ ২০১৩ — ডিজনির অ্যানিমেটেড ছবি ফ্রোজেন আমেরিকায় মুক্তি পায়।

জন্মদিন



বাপ্পি লাহিড়ী

১৮৭৮. বিশিষ্ট কবি ও লেখক যতীন্দ্রমোহন বাগচির জন্মদিন।

১৯৫২ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার বাপ্পি লাহিড়ীর জন্মদিন।

১৯৮৬ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়ার সুরেশ রায়নার জন্মদিন।

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে...

ড. রাজলক্ষ্মী বসু



বাংলাদেশ শুনতে পাচ্ছো সতর্কবার্তা? দেখতে পাচ্ছো সঙ্কট? কী মনে হচ্ছে শুধুমাত্র হিন্দু নির্যাতন হিন্দু খেদাও বললেই বাংলাদেশের হৃদয় পূর্ণ হবে! সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা, সামরিক শক্তির উত্থান, হিন্দু হঠাও- এই করলেই বুঝি ' দ্যাশ' ঠিক চলবে! মনে হচ্ছে নাকি বাংলাদেশের বিশৃঙ্খলার জন্য তাদের ইন্টেলিজেন্সের দিকে আঙুল তুলতে হবে। ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর ফাংশানাল স্কোপের ওভারল্যাপ ভীষণ মাত্রার। বাংলাদেশে যে ধরনের অরাজকতা চলছে- তার দায় কে নেবে। পুলিশ? ইন্টেলিজেন্স? কাউন্টার টেরর টিম? প্রেস এন্ড পাবলিক মিডিয়া ব্যুইরো? এক্সটারনাল অ্যাফেয়ারস টিম? কে? কে নেবে এই ক্রমাগত অরাজকতার দায়! কেউই নেবে না, কারণ সত্যিই কেউই ওয়াকিবহাল না। বাংলাদেশ পুলিশের দিকেই যদি তাকাই। তাদের এল.আই.সি, মেট্রো পুলিশ, ডিবি, সিটি, এ টি ইউ, সি টি টি সি, এ পি বি এন, পি বি আই আছে। কারিগরি যে সব সিস্টেম আছে তারা সবাই ওভারল্যাপ করে। ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আই জি পি) রেবের কার্যকলাপের সাথে যোগাযোগ রাখে না। ফোর্সেস ফরেন লিয়াজোঁ ব্যুইরো নিজের ঘরে ঘুমায়। হচ্ছেটা কী! একটা স্বাধীন দেশে, তথাকথিত সাংস্কৃতিক ছন্দের দেশে অনবরত অন্যায় অত্যাচার হিন্দু নির্যাতন, স্বাধীন মতের মানুষের ওপর নির্যাতন দমন পীড়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা,

রাষ্ট্রীয় চেতনার অবক্ষয়...বাংলাদেশকে আবারও পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত করছে। আরো অবাক বিষয়, কোনো লিগ্যাল ম্যান্ডেট ছাড়াই শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর একটি সংস্থা সিভিল বিষয়ে মিডিয়ার নাকগলানোকে প্রশ্রয় দেয়। নাগরিকের করের অর্থে যে পাবলিক মিডিয়া ব্যুইরো চলে-- তা রাজনৈতিক অস্ত্র, যা কখনও মানুষের অসহায়তার কথা বলেনা। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নেও বাংলাদেশ মুখ নীচু করবে। অভ্যন্তরীণ এজেন্সিগুলো আন্তঃসীমান্ত চোরাচালান রোধ করতে ব্যর্থ। ভু-রাজনৈতিক বিষয়ে একটা বয়ান পর্যন্ত গুছিয়ে তৈরী করতে পারেনা। বাংলাদেশের পাবলিক রিলেশন মনিটরিং সেল আছে। কাজ করছেন কারা? পক্ষপাতদুষ্ট মানুষ। যারা সরকারি ও বেসরকারি সংবাদ মাধ্যমগুলিকে কাঠ পুতুলের মতো ব্যবহার করে। সাহায্যকারী বাহিনী, যার নাম আনসার। যেখানে আনুমানিক চার লক্ষ জওয়ান আছে। অদ্ভুত কথা এটাই, এদের কোনো কাঠামোগত প্রশিক্ষণ নেই। মাত্র ছ' মাসের প্রশিক্ষণের পর কেউ কি অস্ত্র ধরতে পারে! এদের হিউম্যান রাইটস এবিউজ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। নেই যথাযথ অস্ত্র শিক্ষা। তাহলে ঠিক কোন অলৌকিক বলে বাংলাদেশ একটা ভদ্রলোকের দেশ হবে। এখন যেটা চলছে বাংলাদেশে, তা হল রাষ্ট্র নিজের অসংখ্য ব্যর্থতা চাপা দিতে সব দায় আওয়ামী লীগের ওপর চাপাচ্ছে। এবং আওয়ামী লীগের কথা উঠলেই অযৌক্তিক ভাবে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন দমন পীড়ন অত্যাচার চলছে। ঘরছাড়া ঘরপোড়া ঘরহারা হিন্দুদের জন্য এই ব্যর্থতা ভরা দেশ একটা সাধারণ বৈঠক, সাংবাদিক বৈঠক, প্রধানমন্ত্রীর সাথে সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্ব করতে পারে না। আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন এবং জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্সের সম্পর্কটাও যে দেশে পোক্ত নয়, সে দেশে যে প্রধানমন্ত্রীর বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নেই তা বুঝতে বাকি থাকে না। প্রধানমন্ত্রী সেনা প্রধানকে উপেক্ষা করে একটা কথাও আজ বলতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রীকে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো ভুল তথ্য ন্যারেটিভ দেয়। রটনা এটাই, এজেন্সিগুলোর মধ্যে আওয়ামীলীগের হনুরা ঢুকে বসে আছে। যদি এটাই ঠিক হয়, তবেতো যুক্তির ধারালো প্রশ্ন- আওয়ামীলীগের লোকজন তাদেরই ওপর হওয়া অত্যাচারে প্রশ্ন তুলছে না, প্রশ্ন তুলতে বলছে না রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমদের! অর্থাত, প্রমাণিত আওয়ামীলীগের বড় বড় মগজ ভিতরে ভিতরে সব নিয়ন্ত্রন করছে না। করছে মৌলবাদের কেউটে। অসংবেদনশীল নিষ্ঠুর দেশের অভ্যন্তরীণ সমর শক্তি, ইন্টেলিজেন্স যদি আওয়ামীলীগের ভূত দেখে। এবং তা দিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা ঢেকে, নিজেদের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সক্ষম তরোয়াল ভাবে। তবে বাংলাদেশের কপালে আরো দুঃখ নাচছে। কোনো একটা বারেও বাংলাদেশ নিজের স্থিতিশীলতার পরিচয় দিতে পারেনি। ব্যর্থ রাষ্ট্রের যা কিছুই সব আছে ' সোনার বাংলা' য়। মানুষ মারছে মরছে রাষ্ট্র পুড়ছে। বারবার আক্রান্ত লালন ফকির রবীন্দ্রনাথ নজরুল। ঘরছাড়া হচ্ছে চর্জাপদ, বাউল। অভ্যন্তরীণ দমন , সংস্কৃতির উপর ইসলামিক মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত, জল থেকে পানি, স্নান থেকে গোছল- এ কোনো রূপান্তর নয়। এ মূল্যবোধের অবক্ষয়। সেই অবক্ষয়ের পথ তৈরী হয়েছে অসংখ্য পটে। এরশাদ পতনকালে, ১৯৯৬ এর জনতার মঞ্চে, ১/১১ সময়, জুলাই গণ অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার- বারবার বিপন্ন হয়েছে রাষ্ট্র সচেতনতা, সাংস্কৃতিক সুস্থিতি, মৌলিক অধিকার, এবং আরো বেশী করে জল হয়েছে পানি। কখনও কোনোসময়ই রাষ্ট্র স্পষ্ট করে বলেনি- রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নাকি সেনাপ্রধান? সঙ্কটকালে কে অধিক জোর রাখেন। বারবার দেশ বিভ্রান্ত। যাকে পরিভাষায় বলে- ফাস্ট এন্ড বেস্ট আউটপুট খুঁজে পাচ্ছে না একটা স্বাধীন দেশ। দেশ সংস্কৃতির সামনে আয়না ধরার জন্যও একটা এজেন্সি চাই- যারা স্বাধীনভাবে দেখাক তাদের ' সোনার মন্দির ' এ আর শঙ্খ বাজে না। বাংলাদেশের হৃদয় হতে - ক্ষোভ ক্রন্দন লালসা পক্ষপাত ভীষণ তান্ডব , ভয়াবহতা, মনুষ্যত্বহীনতার আর্তি ঠিকরে ফুটে বেরাচ্ছে। যেখানে স্বস্তি নেই। যেখানে মতের, বাংলা ভাষার, তর্কের, বাঙালিয়ানার স্বাধীনতা নেই। যেখানে বিসর্জন হচ্ছে বোধ। দূষিত ধর্ম সহিষ্ণুতা। বাংলাদেশের হৃদয় হতে- রাজনৈতিক সতর্কবার্তার ধ্বনি ভেসে আসছে। ডিসেম্বরে শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন? ব্যাস, আবারও বোঝা গেল বাংলাদেশের হৃদয়ে সত্যিই কী আছে। এটাকে যদি তর্কের খাতিরে প্রোবিং এবং রিকনেসান্স বাই ফায়ার (রেকি) বলেই ধরি। অর্থাত বড় আঘাতের আগে ছোটো আঘাত। রেকির উদ্দেশ্য, স্নায়ু মাপা। জনগণ হাসিনার কথায় কেমন প্রতিক্রিয়াশীল হচ্ছে, সত্যিই কি দেশ পারবে আবেগ প্রতিক্রিয়া সামলাতে। দোহাই বাংলাদেশ। এসব যুক্তি থিওরি আর খাটবে না। কারণ যে দেশের অভ্যন্তরীণ ইন্টেলিজেন্সটাই লবডঙ্কা তাদের আবার রেকি! সোনার পাথরবাটি হয়ে যাচ্ছেতো। রেকির দারুণ উদাহরণ ২০০৮ এর কেনিয়া নির্বাচন। প্রায় এক হাজারেরও বেশী মানুষ মারা যান। রেকি হয়েছিল, ধারনা ছিল সহিংসতা ইঁট গাঁথছে। রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা তা জানার পরেও কিছুই করে উঠতে পারেনি। একই ঘটনা পূর্ব ইউক্রেনেও। ২০১৪, দোনেৎস্ক , লুহানস্কে ভবন দখল রেকি হয়েছিল। বাংলাদেশের সময় এসেছে যথাযথ রেকির মাধ্যমে একবার অন্তত একবার এটা বোঝার চেষ্টা করা- হিন্দুদের আর কতো সহিষ্ণু হলে কতো অত্যাচার সহ্য করার পর বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে! রেকির উত্তর বোধহয় বাংলাদেশ দিতে পারবে না। কারণ সেখানেও সেনা কর্তার বা মৌলবাদের সুড়ঙ্গে আসল তথ্য চাপা পড়বে। সহিংসতার দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের হৃদয় হতে- আগুন বোমা কান্না ভেসে আসছে। আদালতে তালা। শিক্ষাঙ্গনে তালা। রাজধানীসহ সারা দেশে ২৫২ টা চেকপোস্ট বসিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। কক্সবাজার রাজশাহী খাগড়াছড়ি থেকে বরগুনা- বাংলাদেশের হৃদয় হতে দগদগ করছে ক্ষত। নৈরাজ্যবাদ। গৃহযুদ্ধ। হিন্দুর ওপর নির্যাতন।

ডিসেম্বর? বিজয়ের মাস। বাংলাদেশের বিজয়ের মাস। আবার গত ডিসেম্বরেই পুড়েছিল ছায়ানট- বাঙালির আবেগ বাঙালির সংস্কৃতির ছায়াতট। আবারও অপেক্ষা করছি ডিসেম্বরের। আবারও অপেক্ষা করছি একটা ব্যর্থ দেশ, মৌলবাদের ইন্ধনে ক্রুতার উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠা 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে' আর কী অপরাধ দেখা বাকি।

শিশু মনস্তত্ত্বে গুরুত্ব বাড়াক অভিভাবকরা

বাবুল চট্টোপাধ্যায়



শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে ভাববার সময় এসেছে। এ কথা আমরা হলফ করে বলতে পারি যে আমরা শিশুর মানসিক অবস্থা নিয়ে খুব একটা বেশি চিন্তা করি না। আর এই চিন্তা না করার কারণেই আমাদের শিশু ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে। আমাদের সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে বিশেষত জন্মানোর পর থেকে যেভাবে একজন শিশুকে পরিচালনা করা দরকার, মানসিক এবং শারীরিক গত ভাবে আমরা তা সবসময় করে উঠতে পারি না। আর তাই শারীরিক ও মানুষিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিশু অনেকটাই অচলাবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। আর ঠিক সেই কারণেই পরবর্তীকালে একটা শিশু সামগ্রিক জীবনে যথেষ্ট পিছিয়ে পড়ে। আমাদের অজ্ঞানতা - ই অনেকাংশ এই পিছিয়ে পড়ার জন্য দায়ী। একটা শিশুর জন্মানোর পর তার শুধুমাত্র পুষ্টিকর খাওয়া দাওয়া-ই যতেষ্ট নয়। আমাদের অধিকাংশ অভিভাবকদের মধ্যে এই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান কম। আর সেই কারণেই বৃহত্তর জীবনে মানে একজন শিশুর পরিণত অবস্থায় রীতিমতো ভুগতে হয়। আসুন, এই বিষয়ের গভীরে যাই। একটা শিশু বাড়ে সম্পূর্ণ পারিবারিক পরিবেশের উপর। পারিবারিক পরিবেশে যদি গভীর সামাজিক শিক্ষা না থাকে তবে সেই পরিবারে শিশু সুস্থ সামাজিক চেতনায় সহজেই বেড়ে উঠতে পারে না। সহজে বললে এটা বলতে হয় যে একটা শিশু যদি যথার্থ পরিবেশ না পায় তবে শত চেষ্টাতেও সে এগিয়ে যেতে পারবে না। এমনটা বলার কারণ কারণ আমরা দেখেছি বহু শিশু যথেষ্ট মেধা নিয়ে জন্মালেও পরবর্তীকালে শুধুমাত্র পারিবারিক কারণেই সামাজিকভাবে অনেক বেশি পিছিয়ে পড়েছে। পারিবারিক প্রতিনিধি বলতে এখানে মা-বাবার প্রভাব বিশেষ ভাবে শিশুর উপর পড়ে। মায়ের কথাই যদি বলি তবে বলতে হয় একজন শিশু সবচেয়ে মায়ের সঙ্গে বেশি সময় কাটায়। ফলে মায়ের আচরণ প্রতিটা মুহূর্তে শিশুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল যদি মায়ের আচরণ সঠিক না হয় তবে শিশুর হাল কি হবে? এমনটা হলে সেই শিশু সামাজিকভাবে সুস্থ বাতাবরণে সঠিক আচরণে এগিয়ে যেতে পারবে না। এখনকার দিনে যৌথ পরিবার কমই দেখা যায়। সেখানে অসুবিধা থেকে সুবিধা অনেক বেশি। কারণ আমরা দেখেছি মা-বাবা থেকেও অনেক বয়স্ক সদস্য সেখানে থাকে যারা ভুল ত্রুটিগুলো সহজে শুধরে দিতে পারে। কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির নির্ভরতায় চলেছে। সুতরাং সেই যৌথ পরিবার কনসেপ্ট এখন আর দেখা যায় না। আমাদের ভরসা সেই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিকে কেন্দ্র করেই। এখানে প্রশ্ন হল নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি যদি সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে পারিবারিক শিক্ষা না দিতে পারে তবে শিশু পরবর্তীকালে ভালো পরিবেশ নাও পেতে পারে। মায়ের আচরণ, মায়ের শিক্ষা, মায়ের সঠিক চিন্তা, মায়ের সংস্কৃতি বোধ থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রভাব শিশুর উপর বর্তায়। সুতরাং মাকে সঠিকভাবে শিক্ষাদান করতে হবে। করতেই হবে।

এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই যে মায়ের শিক্ষা যথেষ্ট আছে বলে মা সামাজিকভাবে শিশুকে সর্বদিক দিয়ে পারদর্শী করে তুলতে পারে। কারণ পুঁথিগত শিক্ষা থাকলেও সামাজিক শিক্ষার অনেক অভাব অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। সামাজিক শিক্ষা দিয়ে একটা শিশুকে অনেক দূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব। অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে, অতিরিক্ত চাহিদা মিটিয়ে সবসময় শিশুকে নিজের করে তোলা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে এর উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অর্থাৎ একটা শিশুকে যদি সব কিছু আবদার সহজে পূরণ করা যায় এবং সেই শিশু যদি তার জন্য অতিরিক্ত বায়না করে তবে তার মধ্যে এই ধারণা জন্মাবে যে বায়না করলে বোধহয় সমস্ত কিছু পূরণ করা সম্ভব।

কথায় আছে-- যে সহজে পায় সে সহজে হারায়। সুতরাং সবকিছু যদি খুব সহজেই পাওয়া যায় তবে তা সহজে হারিয়ে যেতে সময় লাগে না।

কষ্ট করে যা পাওয়া যায় তার গুরুত্ব অনেক বেশি। সুতরাং অভাব না থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে একটু বুঝে শুনে শিশুর আবদার পূরণ করাটা শ্রেয়। যদি এমনটা না করা হয় তবে একটি শিশু সহজে বিগড়ে যেতে পারে। অধিকাংশ মা-বাবারাই সেটা বোঝেন না। কারণ দেখা যায় অধিকাংশ পরিবারই এখন নিউক্লিয়ার। সুতরাং এটা অভিভাবকদের কখনোই ভাবা উচিত নয় যে আমার অতৃপ্তি গুলো আমার সন্তানে তৃপ্ত হোক। অন্যান্য এক্টিভিটির সঙ্গে পড়াশোনার ক্ষেত্রেও দেখা যায় মা-বাবার যা কিছু ঘাটতি তা সন্তানের মধ্যে সহজে পূরণ করতে চান। কিন্তু সন্তান কি চায় সেটা অধিকাংশ অভিভাবক বুঝতে চান না। সেখানেই হয় সমস্যা। কারণ একটি শিশুকে নাচ, গান,আঁকা,আবৃত্তিতে ভর্তি করা হলেও দেখা গেল হয়তোবা তার ইন্টারেস্ট খেলায়। অথচ মেয়েদের খেলাধুলায় কি হবে --এই কনসেপ্ট থেকেই হয়তো ওই সন্তান তার শৈশব থেকেই খেলাধুলোয় বঞ্চিত হলো। আর দীর্ঘদিন ধরে তার আগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় সে তার লক্ষ্যেও পৌঁছতে পারল না। সুতরাং তার যা হওয়ার কথা ছিল তা সে হতে পারল না। কেন হতে পারল না কারণ সে নিজে ডিসিশন বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার আগে ডিপেন্ডেবেল অভিভাবকের ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হল। ফলে খুব সহজেই তার লক্ষ্য পূরণ হলো না।

সুতরাং একটা কথা বলতেই হয় যে কিছু ক্ষেত্রে শিশু মনস্তত্ত্ব বোঝার ক্ষেত্রে অভিভাবককে সামাজিক এবং পুঁথিগত বিদ্যা ও শিক্ষায় যথেষ্ট পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। যদি সেটা না হন তাহলে কোন না কোন জায়গায় তার অজ্ঞানতার ফলস্বরূপ শিশুর মানসিক শারীরিক বা শিক্ষাগত ক্ষেত্রে একটা বিরাট শূন্যতা দেখা যেতে পারে। যা পরবর্তীকালে শিশুকে একটি পিছিয়ে পড়া জগত সৃষ্টি করতে পারে। আমরা কি কেউ চাই নিজের সন্তান সেই জগতে অর্থাৎ অজ্ঞানতা এবং অনিশ্চিতার জীবন কাটাক?

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

কেউ যখন কোনো বড় কাজে উৎসাহ না দেখিয়ে নিরাশ করে, থামিয়ে দেয়, তখন তাতে হতাশ হতে নেই, মনে কষ্টও পেতে নেই। আসলে সে কারও যোগ্যতাকে হেয় ভাবে না, বা ছোট চোখেও দেখে না। নিজের ব্যর্থতার হীনমন্যতা থেকে সে অন্যের সাফল্যবোধে ঈর্ষা করে। এজন্য তার মনে অন্যের যোগ্যতা যত বেশি মনে হয়, ততই সে তাকে নিরুৎসাহিত করে, বাধা দেয়।

কৌট-জানকৌট



মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে খুব ভালো। কিন্তু বাংলা ছবির সঙ্গে যুক্ত অভিনেতা-পরিচালকদের বলব, একটু স্ট্যান্ডার্ড বাড়ান। দক্ষিণী ছবি যদি সারা দেশে বাজার তৈরি করতে পারে, বাংলা ছবিরও ইতিহাস আছে। বাংলা ছবির পরিচালক-অভিনেতারা অন্য ভাষায় কাজ করে নাম কামিয়েছেন। গত সরকার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে এত রাজনীতি করেছে, তার ফল ভুগতে হচ্ছে! তবে আশা করা যায় এবার এই সরকার যুক্ত হওয়ায় ভালোই হবে।

দিলীপ ঘোষ, পঞ্চায়েতমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

৯ বছর পর খুলল ফুটবলার মৃত্যুর ফাইল, গ্রেপ্তার প্রাক্তন কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রায় এক দশক আগের এক রহস্যমৃত্যুর তদন্তে নতুন মোড় এল। প্রয়াত ফুটবলারের বাবা-মা মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতার দরবারে' গিয়ে ন্যায় বিচারের আর্জি জানানোর পরই প্রাক্তন এক তৃণমূল কাউন্সিলরকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এরফলে শ্রীরামপুরের ওই ফুটবলারের মৃত্যুর ফাইল নতুন করে খোলা হলো। উল্লেখ্য, ঘটনাটি ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের। শ্রীরামপুর মালগুদাম সংলগ্ন রেললাইন থেকে পোর্ট ট্রাস্টের গোলরক্ষক স্নেহাশিস দাশগুপ্ত ওরফে রাজার দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, দুর্গাপুজোর নবমীর রাতে স্থানীয় দুই যুবক রিন্টু ও পাপানের সঙ্গে রাজার বচসা ও মারামারি হয়। পাপান সম্পর্কে তৎকালীন তৃণমূল কাউন্সিলর পিন্টু নাগের খুড়তুতো শ্যালক। পরিবারের দাবি, মারামারির খবর পেয়ে পিন্টু কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রাজাকে মারধর করেন। গভীর রাতে অচৈতন্য অবস্থায় রাজাকে এক বন্ধুর বাড়িতে রেখে আসা হয়েছিল বলেও অভিযোগ ওঠে এবং পরদিন রেললাইনে তাঁর মৃতদেহ মেলে। রাজাকে পিটিয়ে খুন করার পর দেহ রেললাইনে ফেলে দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগে শ্রীরামপুর পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর পিন্টু নাগের বিরুদ্ধে মামলা হয়। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলেও ২০২১ সালের ৩ মার্চ তিনি বেকসুর খালাস পান। দীর্ঘদিন বিচার না পেয়ে এবং রাজ্যে পালাবদলের পর মৃত ফুটবলারের মা রিঙ্কু দেবী ও বাবা দোলন দাশগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে গিয়ে বিচার চান। এরপরই বুধবার রাতে পুলিশ পিন্টু নাগকে গ্রেফতার করে এবং বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুর আদালতে তুললে বিচারক তাঁকে পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। মৃত রাজার বাবা-মায়ের দাবি, আগে তাঁদের ভয় দেখানো ও হুমকি দেওয়া হতো বলে মুখ খুলতে পারেননি; তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ছেলের মৃত্যুর সুবিচার পাবেন বলে তাঁরা আশাবাদী।

বিষ্ণুপুর হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে সরব বিধায়ক, সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে প্রসূতিদের সিজারের সময় ব্যাপক গাফিলতি ও অবহেলা করা হচ্ছে। এতে অধিকাংশ প্রসূতির সিজারের জায়গায় সংক্রমণ হয়ে পড়ছে। চরম সংকটের মধ্যে পড়তে হচ্ছে প্রসূতিদের। এই অভিযোগ তুলে রোগী ও তাদের পরিজনদের প্রায়ই ক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখা যাচ্ছে গত ৩-৪ মাস ধরে। রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে গত বেশ কয়েক মাস ধরে কোনও প্রসূতির পেটের কাটা অংশের একাংশ সেলাই না করেই রেখে দেওয়া হচ্ছে। কারোর ক্ষেত্রে আবার সেলাই ঠিকমতো না পড়ায় ঘটছে সংক্রমণ। এই হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের প্রায় ৫০ শতাংশ প্রসূতির ক্ষেত্রেই ঘটছে এমন ঘটনা। বেশ কয়েক মাস ধরে প্রায় প্রতিদিনই প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসা নিয়ে একই অভিযোগ উঠে চলায় ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। রোগীর পরিজনদের দাবি, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার বদলে সংক্রমণের জেরে বারবার হাসপাতালে ছুটতে হচ্ছে তাদের। সোমবার হাসপাতাল সুপারের কাছে এবং বুধবার মহকুমাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। মঙ্গলবার ও বুধবার হাসপাতাল চত্বরে ক্ষোভ দেখান আক্রান্তদের পরিজনেরা। এই হাসপাতালের চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে গাফিলাতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন স্থানীয় বিধায়কা শুক্লা চ্যাটার্জি। এই ঘটনায় হাসপাতালের গাফিলতি রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখে কড়া পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন বিধায়কা।

বিধায়কের অভিযোগ, গত কয়েক মাস ধরে এমন ঘটনা ঘটলেও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আগেই রোগী কল্যাণ সমিতিতে বিষয়টি জানানো হয়ে ছিল। তিনি বলেন, 'এভাবে বারবার প্রসূতিদের সংক্রমণের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। কোথায় গাফিলতি হচ্ছে, তা খুঁজে বের করতে হবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।' জেলাশাসককে বিষয়টি জানানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনার উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তিনি রোগীদের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। সাংসদ বলেন, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকারকে ফোন করে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। তিনি বিষয়টি দেখছেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলেও জানান। অন্যদিকে হাসপাতালের সুপার শুভঙ্কর কয়ালের বক্তব্য, 'ঠিকঠাক সেলাই করা হয়নি এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়।' গত তিন মাস ধরে প্রসূতিদের এই ধরনের সংক্রমণের ঘটনা সামনে আসছে। তাঁর দাবি, সেলাইয়ের সমস্যার কারণে নয়, আবহাওয়া, পরিচ্ছন্নতার সমস্যা ও অতিরিক্ত রোগীর চাপের কারণে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। কর্মীর অভাবে অপারেশন থিয়েটার শোধনেও সমস্যা হচ্ছে। নিরাপত্তাকর্মীর অভাবে রোগীর পরিজনেরা অনেক সময় অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে পড়ছেন। সংক্রমণের জীবাণু শনাক্ত করতে নমুনা বাঁকুড়ার পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। রোগী কল্যাণ সমিতিতে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

রাধাকৃষ্ণের আরাধনা ও সংকীর্তনে মুখর মাহেশ



নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাসপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে ঐতিহ্য ও ভক্তির আবহে মেতে উঠল মাহেশের শ্যামসুন্দর মন্দির। অথচ এই মন্দিরের গোড়াপত্তনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক অস্থির সময়ের ইতিহাস, যেখানে ধর্মীয় আচারের পাশাপাশি ছিল এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফেরানোর এক দৃঢ় প্রয়াস। ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকের কথা। শ্রীরামপুর ও রিষড়া অঞ্চলে তখন রাজনৈতিক টানাপোড়েনের জেরে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছিল, দেখা দিচ্ছিল নানা অপ্রীতিকর ঘটনা। সেই উত্তপ্ত পরিবেশে স্থানীয় বাসিন্দাদের একত্রিত করে সৌহার্দ্য ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনতেই এগিয়ে আসেন এলাকার বণিক সমাজ। নবদ্বীপের পোড়ামাতলা থেকে রাধা ও শ্যামের মূর্তি এনে ১৯৭২ সালে অক্ষয় তৃতীয়ার পবিত্র দিনে প্রতিষ্ঠা করা হয় শ্যামসুন্দর মন্দির। বলাই বণিক, শচীদেবী-সহ উদ্যোগীদের সেই প্রয়াস আজ অর্ধশতাব্দী পেরিয়েও স্থানীয় মানুষের আস্থা ও ভরসার জায়গা হয়ে রয়েছে। রাসপূর্ণিমায় সেই পুরনো রীতি মেনেই মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। ভক্তদের জন্য দুপুরে ভাণ্ডারায় খিচুড়ি, অন্ন, পায়েস ও ভোগ প্রসাদের ব্যবস্থা ছিল। বিকেলে শিল্পীদের পরিবেশনায় নাম-সংকীর্তনে ভরে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গণ। এ বিষয়ে মন্দিরের পূজারী জানান, চিরাচরিত প্রথা ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেই এ দিনের রাসপুজোর সব পর্ব সম্পন্ন হয়েছে।

দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে

শেষ মুহূর্তের তৎপরতা সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে



নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শুক্রবার দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সাজো সাজো রব দুর্গাপুরে। সিটি সেন্টারের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক। আর সেই বৈঠককে ঘিরেই এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত জেলা প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে সৃজনী প্রেক্ষাগৃহ। প্রেক্ষাগৃহের ভিতর থেকে বাইরের পরিকাঠামো, সর্বত্রই চলছে প্রস্তুতির কাজ। প্রশাসনিক বৈঠক ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই সমস্ত কর্মসূচি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে তৎপর জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দুর্গাপুরের মাটি থেকে মুখ্যমন্ত্রী কী কী নতুন ঘোষণা করেন এবং জেলার উন্নয়ন নিয়ে কী বার্তা দেন, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন জেলার মানুষ।

মালদার ত্রাস আকাশকে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘোরালো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ১১ দিনে পুলিশি হেপাজতে থাকার মাঝেই পুরাতন মালদার কুখ্যাত দুষ্কৃতী আকাশ মণ্ডলকে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘোরালো পুলিশ। বুধবার দুপুরে ধৃতকে হাফপ্যান্ট পড়িয়ে, হাতে দড়ি বেঁধেই পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতিয়ান মোড় এলাকায় ঘোরানো হয়। এলাকার মানুষদের মধ্যে কুখ্যাত এই দুষ্কৃতী আকাশ মণ্ডলকে নিয়ে যে ধরনের আতঙ্ক ছিল, সেই আতঙ্ক মেটাতেই এই ব্যবস্থা নিয়েছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি এদিন ধৃত আকাশ মণ্ডলের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র না পেলেও বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই নদিয়ার হরিণঘাটা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আকাশ মণ্ডলকে। তার বিরুদ্ধে এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি, ভিডিও কলের মাধ্যমে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানো এবং তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগ ছিল। অভিযোগ, তার ভয়ে দীর্ঘদিন ধরে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন



পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর, ছাতিয়ান মোড়, লক্ষ্মী কলোনি-সহ আরো বেশ কয়েকটি এলাকার বাসিন্দারা। ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রায় ৫০ টি অপরাধমূলক মামলা রয়েছে পুরাতন মালদা থানায়। দীর্ঘদিন ধরে গা ঢাকা দিয়েছিল এই আকাশ। এ বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী তথা মালদার হবিবপুরের বিধায়ক জোয়েল মুর্মু বলেন, 'যারাই অপরাধ করবে তাদের আইনের দিক দিয়ে কোন ছাড় নেই। মনে রাখতে হবে এটা বিজেপি সরকার। এই ধরনের দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তি দাবি আমরা করছি।'

অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লি.

CIN : U65999MH2002PLC134884 ওয়েবসাইট : www.arcil.co.in

নিবন্ধিত কার্যালয় : দ্য রুবি, ১০ম ফ্লোর, ২৯ সেনাপতি বাপত মার্গ, দাদর (পশ্চিম), মুম্বই - ৪০০০২৮। টেলিফোন : +৯১ ২২৬৬৫৮১৩০০

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) (''উক্ত আইন'')-এর অধীনে ট্রাস্টি হিসেবে কার্যরত অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (''উক্ত বিধিমালা'')-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন। ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এবং সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত বিধিমালার বিধি ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে ''যেখানে যেমন আছে এবং সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে'' নিম্নে বর্ণিত অন্তর্নিহিত স্থাবর সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করেছেন।

১ লোন নং - ৩৬০৫৭৮৪৫০০০১০০২১ **মূল ঋণদাতা** - মণপ্পুরম ফিন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখ** - ৩০/১২/২০২৫ **ট্রাস্টের নাম** - আর্সিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২ **ঋণগ্রহীতার নাম** - শ্রী/শ্রীমতী ধীমান মাইতি **সহ-ঋণগ্রহীতার নাম** - শ্রী/শ্রীমতী শুভ্রা মাইতি **মোট বকেয়া** - ১৮/১২/২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ১৫,৭২,৩৯১.৪৭/- টাকা **সম্পত্তির বিবরণ** - মৌজা ভগবানখালি ১, গ্রাম - ভগবানখালি, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর-এর অন্তর্গত এল.আর. প্লট নং - ৩৯২, জে.এল. নং ০৩৮, খতিয়ান নং ৫৮২-এ অবস্থিত বসতবাড়ি সহ ডেসিমেল ৯ /৩৯২০ বর্গফুট পরিমাপের জমি ও সম্পত্তি, তৎসহ চলাচলের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত আনুষঙ্গিক সুবিধাদি সহ, যা নিম্নলিখিত চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত এবং পরিবেষ্টিত উত্তরে : কাজল রানী গুড়াই-এর প্লট, দক্ষিণে : রবীন্দ্রনাথ মাইতির প্লট, পূর্বে : গ্রামের রাস্তা, পশ্চিমে : ধীমান মাইতির প্লট।

২ লোন নং - ৩৬৩৯০৩৪৫০০০১০১৫১ **মূল ঋণদাতা** - মণপ্পুরম ফিন্যান্স লিমিটেড **দাবি নোটিশের তারিখ** - ২৮/০১/২০২৬ **ট্রাস্টের নাম** - আর্সিল-ট্রাস্ট-২০২৬-০০২ **ঋণগ্রহীতার নাম** - শ্রী/শ্রীমতী বিজয় কুমার দাস **সহ-ঋণগ্রহীতার নাম** - শ্রী/শ্রীমতী কাজল দাস **মোট বকেয়া** - ২২/০১/২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১২,৮১,২২৭.৪৫/- টাকা **সম্পত্তির বিবরণ** - (১) মৌজা চকনান, গ্রাম ভগবানখালি ২য় অংশ, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর-এর অন্তর্গত প্লট নং - ৬৪ এবং ৬৫ মিলিয়ে মোট ৩ ডেসিমেল /১৩০৬ বর্গফুট পরিমাপের বসতবাড়ি সহ জমি ও সম্পত্তি, যার প্লট নং - ৬৪, জে.এল. নং - ০৩৬, খতিয়ান নং ১৬২১, তৎসহ চলাচলের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত আনুষঙ্গিক সুবিধাদি সহ, যা নিম্নলিখিত চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত এবং পরিবেষ্টিত উত্তরে : শ্রীকান্ত দাসের অবশিষ্ট প্লট, দক্ষিণে : গ্রামের রাস্তা, পূর্বে : পরেশ দাসের অবশিষ্ট প্লট, পশ্চিমে : নিজস্ব প্লট নং ৬৫। (২) মৌজা চকনান, গ্রাম ভগবানখালি ২য় অংশ, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর-এর অন্তর্গত প্লট নং - ৬৪ এবং ৬৫ মিলিয়ে মোট ৩ শতক/১৩০৬ বর্গফুট পরিমাপের বসতবাড়ি সহ জমি ও সম্পত্তি, যার প্লট নং - ৬৫, জে.এল. নং - ০৩৬, খতিয়ান নং ১৬২১, তৎসহ চলাচলের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত আনুষঙ্গিক সুবিধাদি সহ, যা নিম্নলিখিত চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত এবং পরিবেষ্টিত উত্তরে : উল্লিখিত নয়, দক্ষিণে : গ্রামের রাস্তা, পূর্বে : নিজস্ব প্লট নং ৬৪, পশ্চিমে : পরেশ দাসের অবশিষ্ট প্লট।

তৎসহ পরিশোধ এবং/অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।

যাহোক, যেহেতু উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এতদ্বারা বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আর্সিল-এর অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত বিধিমালার বিধি ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে উপরে উল্লিখিত তারিখে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি/সুরক্ষিত সম্পদগুলির দখল গ্রহণ করেছেন।

বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন উপরিউক্ত সম্পত্তিগুলি/সুরক্ষিত সম্পদগুলি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তিগুলি/সুরক্ষিত সম্পদগুলি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন উপরিউক্ত অর্থ তৎসহ সুদ ও ব্যয়ের জন্য অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের দায়বদ্ধতার অধীন থাকবে।

সুরক্ষিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ : ২৭-১১-২০২৬ **অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের পক্ষে**
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ **স্বাঃ/- অনুমোদিত আধিকারিক (ট্রাস্টি হিসেবে)**

অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লিমিটেড

(CIN U65921MH1995PLC212675)

অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৯(১)-এর সাথে পঠিত বিধি ৮(৬)-এর অধীনে)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) এবং বিধি ৯(১)-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য **১৫ দিনের** ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা সহ-ঋণগ্রহীতা, অথবা তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধিদের (ঋণগ্রহীতাগণ) বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লিমিটেড (এএফএল)-এর নিকট বন্ধক রাখা নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি, যার দখল এএফএল-এর অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের নিকট থেকে বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য আগামী **১১-১২-২০২৬** তারিখে **''যেখানে যেমন আছে'' এবং ''যা আছে তা আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে'' এবং ''কোনো দাবি ব্যতিরেকে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বিক্রয় স্থগিত/বাতিল না হলে, উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ / সম্পত্তিটি উক্ত **১১-১২-২০২৬** তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য ইএমডি-র ডিমান্ড ড্রাফ্ট সম্বলিত সিল করা খামটি **১০-১২-২০২৬** তারিখে বা তার পূর্বে সকাল ১১.০০ টা পর্যন্ত এএফএল-এর অনুমোদিত আধিকারিকের নিকট শাখার ঠিকানা অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লিমিটেড, শাখা কার্যালয় চন্দ্র কুঞ্জ, ৩ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১-এ জমা দিতে হবে।

নিম্নে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তিটির বিক্রয় ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে'' ভিত্তিতে করা হবে;

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ) / সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) / আইনি প্রতিনিধি / জামিনদার(গণ)-এর নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দাবি নোটিশে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ	দখলের ধরন	সংরক্ষিত মূল্য	২৩.১১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া
১.	১. শ্রী মহম্মদ জাহাঙ্গীর (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)	২৩.০১.২০২৬ ০৫.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৫,৫১,৮৩,৮৮৩/- টাকা (পাঁচ কোটি একান্ন লক্ষ তিরাশি হাজার আটশত তিরাশি টাকা)	প্রতীকী	সংরক্ষিত মূল্য ১০,৭৩,৭০,০২২/- টাকা (দশ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ সত্তর হাজার বাইশ টাকা) *যে মূল্যের নিচে ফ্ল্যাট / সম্পত্তি(গুলি) বিক্রি করা হবে না বায়না অর্থ জমা (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) ১,০৭,৩৭,০০২/- টাকা (এক কোটি সাত লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার দুই টাকা)	২৩ নভেম্বর ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৬,১৬,৬৪,৭৯৪/- টাকা (ছয় কোটি ষোলো লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতশত চুরানব্বই টাকা)
২.	এন এস ইমপেক্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)				
৩.	৩. শ্রীমতী সুলতানা বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা)				

স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ -

কলকাতা পুরনিগমের অধীনে ওয়ার্ড নং ৫২, থানা - তালতলা বর্তমানে নিউ মার্কেট, প্রেমিসেস নং ১৪ রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৩-এ অবস্থিত ২১৩৭৯ বর্গফুট পরিমাপের সমগ্র ভবন। সম্পত্তিটির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :
পূর্বে - ১৩, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড
পশ্চিমে - ১২/১, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড
উত্তরে - ১২/১, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড
দক্ষিণে - ১৫, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ) / সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) / আইনি প্রতিনিধি / জামিনদার(গণ)-এর নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দাবি নোটিশে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ	দখলের ধরন	সংরক্ষিত মূল্য	২৩.১১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া
১.	শ্রী মহাবীর স্টোরস	১৫.০৪.২০২৬ ০৫.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২,৩৭,৫৩,২৮১/- টাকা (দুই কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুইশত একাশি টাকা)	প্রতীকী	সংরক্ষিত মূল্য ২,৮৭,০৬,৬২৫/- টাকা (দুই কোটি সাতাশি লক্ষ ছয় হাজার ছয়শত পঁচিশ টাকা) *যে মূল্যের নিচে ফ্ল্যাট / সম্পত্তি(গুলি) বিক্রি করা হবে না বায়না অর্থ জমা (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) ২৮,৭০,৬৬২.৫০/- টাকা (আটাশ লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শত বাষট্টি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা)	২৩ নভেম্বর ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২,৫৩,৪৯,৩৯৭/- টাকা (দুই কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার তিনশত সাতানব্বই টাকা)
২.	আয়ুষ সারাওগি				
৩.	কমল সারাওগি				

স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ -

প্রেমিসেস নং ৮৪/১বি, তপসিয়া রোড সাউথ, পোঃ - তপসিয়া, থানা - বেনিয়াপুকুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৪৬-এ অবস্থিত হাই-টেক চেম্বারের ৬ষ্ঠ ফ্লোরে ২৮৭৪ বর্গফুট পরিমাপের অফিস স্পেস নং বি। সম্পত্তিটির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :
উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৮৬বি তপসিয়া সাউথ
দক্ষিণে : রাস্তা
পূর্বে : সাউথ প্রেমিসেস নং ৮৪/২ এবং ৮৬/১ তপসিয়া রোড সাউথ
পশ্চিমে : সাধারণ যাতায়াতের পথ

দ্রষ্টব্য : দরদাতাদের বিড জমা দেওয়ার আগে যথাযথ যাচাই-বাছাই করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নিলামটি কোনো মামলা বা বিরোধ থাকলে তার ফলাফলের সাপেক্ষে হবে।

নিলামে সর্বসাধারণকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের বিড(গুলি) জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। তবে এই বিক্রয় সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত কোনো আধিকারিক বা অন্য কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য বিড করতে, তা অর্জন করতে বা কোনো স্বার্থ অর্জনের চেষ্টা করতে পারবেন না।

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর অধীন হবে

সম্পত্তিগুলির ই-নিলাম আগামী **১১.১২.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে https://sarfaesi.auctiontiger.net//EPROC/** পোর্টালের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি এবং ওয়েবসাইট পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট এবং **www.axisfinance.com** দেখুন।

যোগাযোগের ব্যক্তির বিবরণ ও মোবাইল নম্বর :
শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য : ৯৮১১৭১০৫৫৮
শ্রীমতী রিয়া মজুমদার; মোবাইল : ৬২৯১৩৭১৩২৯

স্থান : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ **স্বাঃ/-**
তারিখ : ২৭.১১.২০২৬ **অনুমো

বালুরঘাটে বোল্লা রক্ষা কালী পুজোর নিরাপত্তার পরিদর্শনে সুকান্ত মজুমদার

হেলিকপ্টার থেকে হবে পুষ্পবৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলেছে উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শ্রীশ্রী বোল্লা রক্ষা কালীমাতার বাৎসরিক পুজো। মায়ের দর্শনে হাজার হাজার ভক্তের সমাগমের অপেক্ষায় এখন সাজ সাজ রব গোটা বোল্লা মন্দির চত্বরে। তবে এবারের পুজোর প্রধান এবং বিশেষ আকর্ষণ হতে চলেছে আকাশপথে হেলিকপ্টার থেকে মন্দির চত্বরে পুষ্পবৃষ্টি। এই অভিনব আয়োজনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ভক্ত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে উঠেছে।



উৎসব শুরুর আগের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বোল্লা মন্দিরে উপস্থিত হন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়, মালদা রেঞ্জের আইজি ও ডিআইজি, দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক, পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা এবং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা মন্দির চত্বরের সার্বিক নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, পুলিশ মোতায়েন এবং হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির প্রস্তুতি খুঁটিয়ে দেখেন।

পরিদর্শনকালে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রধান পুরোহিত অরূপ চক্রবর্তী, জেনারেল সেক্রেটারি অর্ঘ্য সরকার-সহ অন্যান্য সদস্যরা। প্রশাসনিক তদারকির পাশাপাশি এদিন মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়। মন্দির ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামীকাল দুপুর ১টা থেকে ২টোর মধ্যে হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, উৎসবের বিপুল ভিড়ে ভক্তদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মাঠে নেমেছে ফুড সেফটি দপ্তর। এদিন মন্দির চত্বরের বিভিন্ন খাবারের দোকানগুলিতে অভিযান চালান দপ্তরের আধিকারিকরা। অভিযানে কয়েকটি দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রীর হদিস মেলে এবং সেগুলি তাৎক্ষণিকভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রস্তুতি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার জানান, এবছর প্রথমবারের মতো হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির আয়োজন করা হচ্ছে, যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে। জেলা পুলিশও আগেভাগেই নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং এদিন সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও বোল্লা রক্ষা কালীমাতার পুজোয় উপস্থিত থাকতে পারেন। সব মিলিয়ে মায়ের বাৎসরিক পুজোকে কেন্দ্র করে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে।

বালুরঘাট-কুমারগঞ্জে নতুন সরকারি বাস পরিষেবা চালু

উদ্বোধনে সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বালুরঘাট থেকে সরাসরি কুমারগঞ্জগামী নতুন সরকারি বাস পরিষেবা চালু হল। বৃহস্পতিবার দুপুরে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের উদ্যোগে এই পরিষেবার শুভ সূচনা করা হয়। সবুজ পতাকা নেড়ে বাস চলাচলের উদ্বোধন করেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড সুকান্ত মজুমদার।

দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় এবার বালুরঘাট থেকে সরাসরি সরকারি বাসে কুমারগঞ্জ যাতায়াত করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় এবং উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বালুরঘাট শাখার আধিকারিকেরা। অনুষ্ঠানে ড



সুকান্ত মজুমদার জানান, 'জেলার প্রান্তিক এলাকা কুমারগঞ্জ থেকে বালুরঘাটে যাতায়াতের জন্য এতদিন কোনও সরাসরি সরকারি বাস পরিষেবা ছিল না। সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনেই এই নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' একইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'কুমারগঞ্জে বিজেপি নির্বাচনে ভোট না পেলেও এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতের সুবিধার কথা ভেবেই এই পরিষেবা শুরু করা হয়েছে। এখানে কোনও রাজনৈতিক বিভাজন নয়, সাধারণ মানুষের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।' সাংসদ জানান, নতুন এই সরকারি বাস প্রতিদিন চলাচল করবে। এর ফলে কুমারগঞ্জ ও বালুরঘাটের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ আরও সহজ হবে এবং বিশেষ করে নিত্যযাত্রী, ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ঘোজাডাঙা-পেট্রাপোলে বাণিজ্যে ভাটা, সীমান্তে দাঁড়িয়ে সারি সারি ট্রাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার আঁচ এবার সরাসরি পড়ল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বাণিজ্যে। উত্তর ২৪ পরগনার ঘোজাডাঙা ও পেট্রাপোল সীমান্তে আমদানি-রপ্তানির গতি উল্লেখ যোগ্যভাবে কমেছে। সীমান্তের ব্যস্ত রাস্তায় কমেছে পণ্যবাহী ট্রাকের আনাগোনা। পার্কিং এলাকায় সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রাক। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে চালকদের। দুই দেশের বাণিজ্যিক লেনদেনে এই পরিস্থিতি নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। পচনশীল সামগ্রী নিয়ে বড় ক্ষতির আশংকা করেছে ব্যবসায়ীরা। এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দর ঘোজাডাঙা দিয়ে প্রতিদিন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, লাগাতার মিছিল, সভা, অবরোধ ও বিক্ষোভের জেরে পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা কার্যত ধাক্কা খেয়েছে। বাংলাদেশে পণ্য নিয়ে যাওয়া কিংবা সেখান থেকে পণ্য নিয়ে ভারতে প্রবেশ, দুই ক্ষেত্রেই তৈরি হচ্ছে জটিলতা। ফলে দূরদূরান্ত থেকে আসা বহু পণ্যবাহী ট্রাককে সীমান্তের পার্কিং এলাকায় অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

সীমান্তের স্বাভাবিক কর্মব্যস্ততার ছবিটাও বদলে গিয়েছে। যেখানে প্রতিদিন ট্রাকের আনাগোনায় সরগরম থাকে ঘোজাডাঙা সীমান্ত, সেখানে এখন অনেকটাই শুনশান পরিবেশ। পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সারি পরিস্থিতির ছবিটা স্পষ্ট করে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের এক ট্রাকচালক হাসান। তাঁর অভিযোগ, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এই ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হতো না। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাঁদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব পড়ছে সরাসরি পরিবহণ ও পণ্য আনা-নেওয়ার কাজে। একই ছবি দেখা যাচ্ছে বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তেও। সেখানেও আগের তুলনায় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের গতি কমেছে। পণ্যবাহী ট্রাকের চলাচল ব্যাহত হওয়ায় সীমান্তে গাড়ির লাইন দীর্ঘ হচ্ছে। এর ফলে পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত চালক, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে বাড়ছে উদ্বেগ। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ী জয়দেব মণ্ডলের বক্তব্যও এই পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্ত বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের কাছে এখন প্রধান চিন্তা, কবে স্বাভাবিক হবে পণ্য পরিবহণ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে দুই দেশের বাণিজ্যে এই অচলাবস্থার প্রভাব আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

তৃণমূলের বন্ধ কার্যালয়ে উদ্ধার আধার কার্ড, পাসবুক, সরকারি নথি



নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তৃণমূলের বন্ধ হয়ে থাকা দলীয় কার্যালয় খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ হল স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মীদের। দলীয় কার্যালয়ের ভেতরে থাকা একটি আলমারি খুলতেই মিলল থরে থরে সাজিয়ে রাখা বহু আসল আধার কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবুক ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের নথিপত্র। উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু সাদা থান কাপড় ও কীটনাশকও। ঘটনা বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের বালিঠ্যা পূর্ব সংসদের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের লোগো গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিঠ্যা গ্রামে তৃণমূল আমলে গড়ে তোলা হয় একটি পাকা দুই কক্ষ বিশিষ্ঠ তৃণমূল কার্যালয়। তৃণমূল আমলে এলাকার দলীয় সংগঠন পরিচালনা ছাড়াও এই কার্যালয় থেকেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তা নির্ধারণ করতেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এমনটাই অভিযোগ। সম্প্রতি রাজ্যে পালাবদলের পর ওই কার্যালয়ে তালা পড়ে যায়। তারপর থেকে ওই কার্যালয় তালাবন্ধ অবস্থাতেই পড়েছিল। আজ স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি নেতৃত্ব ওই দলীয় কার্যালয়ে হাজির হয়ে তল্লাশি শুরু করে। অভিযোগ ওই দলীয় কার্যালয়ে থাকা একটি আলমারির দরজা খুলতেই বেরিয়ে আসে প্রায় ১৫০টি আসল আধার কার্ড ও সম সংখ্যক ব্যাঙ্ক পাসবুক। এছাড়াও সরকারি আবাস প্রকল্প-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বেশ কিছু নথিও উদ্ধার হয়। ওই দলীয় কার্যালয় থেকে উদ্ধার হয় ৬০টির মতো সাদা থান কাপড় ও বেশ কিছু কীটনাশক। স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, স্থানীয় বাসিন্দাদের আসল আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক পাসবুক সংগ্রহ করে রেখে এই দলীয় কার্যালয় থেকে দুর্নীতি চালাতো তৃণমূল নেতারা। স্থানীয় কৃষকদের দেওয়ার জন্য সরকারিভাবে সরবরাহ করা কীটনাশক চাষিদের না দিয়ে তা ওই কার্যালয়েই জমিয়ে রেখে ছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। গোটা ঘটনা নিয়ে এলাকার কোনও তৃণমূল নেতার বক্তব্য মেলেনি।

জলাভূমি ভরাট করে কমপ্লেক্স নির্মাণে নোটিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: জলাভূমি ভরাট করে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পানাগড়ে। অভিযোগের ভিত্তিতে এবার নড়েচড়ে বসল কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েত। নির্মাণকারীকে নোটিশ পাঠিয়ে জমি সংক্রান্ত বৈধ নথি ও নির্মাণের অনুমতিপত্র নিয়ে পঞ্চায়েতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তৎপর হয়েছে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরও। আপাতত বন্ধ রয়েছে নির্মাণকাজ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত প্রায় ১বছর ধরে পানাগড় বাইপাস সংলগ্ন মাস্টারপাড়া এলাকায় একটি বিশাল বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স তৈরির কাজ চলছে। অভিযোগ, যে জমিতে এই নির্মাণকাজ চলছে, সেটি আগে জলাভূমি ছিল। সেই জলাভূমি ভরাট করেই সেখানে কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হচ্ছে। এই অভিযোগ সামনে আসতেই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও রাজনৈতিক মহলের একাংশ। কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা জানান, এই নির্মাণকাজ নিয়ে তাঁর কাছে একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই নির্মাণকারী ইরশাদ হাজিকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। জমি ও নির্মাণ সংক্রান্ত সমস্ত বৈধ অনুমতিপত্র এবং প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে তাঁকে পঞ্চায়েতে হাজির হতে বলা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিনি হাজির না হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের কাছে বিষয়টি জানানো হবে বলেও তিনি জানান। অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির এসসি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসের দাবি, এর আগেও ওই নির্মাণকারীর বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অভিযোগের পরেও কার্যত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কাজ বন্ধ থাকলেও ফের কাজ শুরু হওয়ায় তাঁরা পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট জমিটি জলাভূমি ছিল এবং সরকারি নথি খতিয়ে দেখে তাঁরা তার প্রমাণও পেয়েছেন। জলাভূমি ভরাট করে নির্মাণকাজের প্রতিবাদে তাঁরা আন্দোলন শুরু করেছেন। প্রশাসন যাতে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেই দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার না করেই নিজের বক্তব্যে নির্মাণকারী তথা জমির মালিক ইরশাদ হাজি জানিয়েছেন, ওই জায়গায় অনেক আগে থেকেই তাঁর একটি পুরনো বাড়ি ছিল। সেই বাড়ি ভেঙেই তিনি বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স তৈরি করছেন। এদিকে, অভিযোগ পাওয়ার পরই বিষয়টি নিয়ে তৎপর হয়েছে কাঁকসার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। জানা গিয়েছে,দপ্তরের একটি প্রতিনিধি দল ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করেছে। জমির মালিককে আপাতত সমস্ত ধরনের নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাঁকুড়িতে অবৈধ বালি কারবার

ফসল নষ্টের প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে কোথাও কোনো ভাবেই অবৈধ কাজ করা যাবে না। কোথাও কোনো অবৈধ বালি ঘাট চলবে না। যারা করবে বা যুক্ত থাকবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রমরমিয়ে চলছে বালি পাচার। এমনই অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমান জেলার সাঁকুড়ি গ্রামে। এক জায়গার চালান দেখিয়ে অন্য জায়গা থেকে রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগ উঠল বুদবুদ থানার চাঁকতেতুল পঞ্চায়েতের সাঁকুড়িতে।



স্থানীয়দের অভিযোগ, বাঁকুড়ার সোনামুখীর ডিহি পাড়ার চালান ব্যবহার করে বুধবার গভীর রাতে সাঁকুড়ি থেকে কয়েকশ ট্রলি বালি পাচার করা হয়েছে। এই বালি পরিবহণের জেরে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সর্ষে চাষের জমি। জমির ওপর দিয়ে জোর করে ট্রলি চালানোর প্রতিবাদ করলে চাষিদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ চাষি ও গ্রামবাসীরা জোট বেঁধে বাঁশ দিয়ে ঘিরে বালি ঘাটে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেন। পুরো কারবারটির চালান ঘিরেই এখন রহস্য ঘণীভূত হয়েছে। চালানে গলসির জনৈক 'মিলন ঘোষ'-কে বালি ক্রেতা হিসেবে দেখানো হলেও সেখানে তাঁর কোনও মোবাইল নম্বর নেই। পাশাপাশি, সোনামুখী থেকে বালি বোঝাই ট্রলি মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে দুর্গাপুর বা বর্ধমান ঘুরে কীভাবে গলসিতে পৌঁছাল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। গ্রামবাসীদের দাবি, সাঁকুড়ির এই বালি ঘাটটি সম্পূর্ণ অবৈধ এবং সোনামুখীর চালানটি কেবল কাগজে-কলমে বৈধতা দেখানোর ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাস্তবে বালি ফেলা হচ্ছে সাঁকুড়ি গ্রামেই। শাসকদলের একাংশের মদতে এই কারবার চলছে বলে অভিযোগ তুলেছে স্থানীয়রা। অতীতেও এই ঘাট ঘিরে অবৈধ কারবারের অভিযোগ উঠেছিল। বর্তমানে বিজেপি পরিচালিত চাঁকতেতুল পঞ্চায়েতের প্রধান ক্ষেত্রনাথ বাগদী জানিয়েছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী কোনও অবৈধ কাজ বরদাস্ত করা হবে না। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়ে বুদবুদ থানাকে পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।' অবিলম্বে বালি পাচার বন্ধ করে চাষের জমি রক্ষা এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন গ্রামবাসীরা।

সংবিধান দিবসে আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা

গণতন্ত্র রক্ষার ডাক প্রশান্ত দিগারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষে সংবিধান প্রনেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাল বিজেপি। সংবিধান দিবসকে কেন্দ্র করে আরামবাগের গৌরহাটি মোড়ে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিজেপি নেতৃত্ব। এই কর্মসূচিকে ঘিরে দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতিতে এলাকায় বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গোঘাটের বিধায়ক তথা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি প্রশান্ত দিগার, বিজেপি যুব মোর্চার জেলা সভাপতি কার্তিক দত্ত, এসসি মোর্চার নেতৃত্ব-সহ বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো ও নাগরিক অধিকার রক্ষার বার্তাও তুলে ধরেন তাঁরা। প্রশান্ত দিগার বলেন, 'ভারতীয় সংবিধান আমাদের



দেশের গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। ডঃ বি আর আম্বেদকর অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের মেধা, অধ্যবসায় ও অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে দেশের সংবিধান রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দলিত সম্প্রদায়ের সন্তান হয়েও তিনি নিজের যোগ্যতা ও কর্মের মাধ্যমে গোটা দেশের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর রচিত সংবিধান আজ দেশের ১৪০ কোটি মানুষের ন্যায়বিচার, সমানাধিকার ও সুরক্ষার অন্যতম প্রধান ভিত্তি।' অন্যদিকে, বিজেপি যুব মোর্চার জেলা সভাপতি কার্তিক দত্তও সংবিধান দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, 'ডঃ বি আর আম্বেদকর শুধু সংবিধানের রচয়িতা নন, তিনি ছিলেন সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অন্যতম পথপ্রদর্শক। তাঁর জীবন ও সংগ্রাম আজও দেশের যুবসমাজের কাছে অনুপ্রেরণা। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের উচিত সংবিধান সম্পর্কে জানা, সংবিধানের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সম্মান করা।' একইসঙ্গে সংবিধানের মর্যাদা, গণতন্ত্রের সুরক্ষা, সামাজিক সাম্য এবং নাগরিক অধিকার নিয়ে রাজনৈতিক বার্তাও উঠে আসে দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্যে। সব মিলিয়ে আম্বেদকরের আদর্শকে সামনে রেখে দেশের সংবিধান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এদিনের কর্মসূচি।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবন দীপ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিবরণ: নাম: নীলাভ দাস, ই-মেল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৮৭৪৪৫২৭৭৪

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর সাথে পঠিত বিধি ৯(১)-এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ-কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের নিকট বন্ধক রাখা নিম্নে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি, যার **বাস্তবিক দখল** সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা নিম্নে উল্লিখিত তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ৩০.১২.২০২৬
নিলামের সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সময়সীমা বৃদ্ধি সহ।

ক্র. নং.	ইউনিট / ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণের নাম	বিক্রয়যোগ্য সম্পদের বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**হোটেল অলিভিয়া অ্যান্ড রিসোর্ট** **স্বত্বাধিকারী:** শ্রী তারকনাথ চক্রবর্তী **ঠিকানা:-** ডালমাদল রোড, বিষ্ণুপুর, শহর: বিষ্ণুপুর, জেলা: বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২১১২ **শ্রী তারকনাথ চক্রবর্তী** পিতা: রাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী **ঠিকানা:-** মাধবগঞ্জ, বৈদ্যপাড়া, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২১২২	মৌজা - চৌগান, জে.এল. নং ১০২, খতিয়ান নং - ৬৩৫ এবং ২৯৮, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং - ২১৯ এবং ১৩৭, শ্রেণী হোটেল (১৬৬ শতক) এবং মৌজা - চৌগান, জে.এল. নং ১০২, খতিয়ান নং - ২৯৭, আর.এস. প্লট নং ২১৯ এবং এল.আর. প্লট নং ১৩৭, শ্রেণী (৬ শতক) বাস্তু, **২০০৫ সালের দলিল নং ১-০৯৭৫ এবং ২০২১ সালের দলিল নং ১-৪৪৭০** মূলে, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - বাঁকুড়া-র অন্তর্গত ভবন সহ প্রায় ১৭২ শতক পরিমাপের ভূসম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উপরিউক্ত সম্পত্তিটি **শ্রী তারকনাথ চক্রবর্তী,** প্রযত্নে শ্রী রাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী-র নামে নথিভুক্ত রয়েছে। **সম্পত্তিটির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** উত্তরে - রাস্তা, দক্ষিণে - প্লট নং ২৯১-এর জমি, পূর্বে - গোপাল কুচলান এবং অন্যান্যদের জমি, পশ্চিমে - সোমনাথ চক্রবর্তীর জমি। **ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলাধীন সম্পত্তি** **দ্রষ্টব্য ১: উপরিউক্ত সম্পত্তির জন্য ডিআরটি ২-এ এসএ নং ৬৩১/২০২৫ মূলে এসএ দায়ের করা হয়েছে, তবে এই সম্পত্তিগুলির বিক্রয়ের বিরুদ্ধে কোনো স্থগিতাদেশ নেই।**	**১,৭৯,৪৯,৩৬৮.১০ টাকা (এক কোটি উনআশি লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার তিনশত আটষট্টি টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৭.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** তৎসহ পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২,৮০,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২৮,০০,০০০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** **৯৮৭৪৪ ৫২৭৭৪** **৯৬৭৪৭ ১১১০২**

পরিদর্শনের তারিখ:
২৪.১২.২০২৬ এবং ২৭.১২.২০২৬
পরিদর্শনের সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৩.০০ টা পর্যন্ত।

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্ক: https://BAANKNET.com দেখুন।
খ) ইচ্ছুক বিডার/দের পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর কাছে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর বিডার অ্যাকাউন্টে জেনারেট করা চালানের মাধ্যমে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ নিলামের তারিখের আগেই স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নম্বর 8291220220

ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৭.১১.২০২৬
স্থান: এসএআরবি দক্ষিণবঙ্গ
যেকোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটি প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IndusInd Bank রিজিওনাল অফিস: ৩এ আপার উড স্ট্রিট শাখা, ১ম ফ্লোর, সাবিত্রী টাওয়ার, কলকাতা - ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪-এ
[বিধি ৮ (৬)-এর অনুবিধি দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ই

‘সংবিধান খতরে মে হ্যায়’

সংবিধান দিবসে বিস্ফোরক প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে এই স্লোগান তুলে বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। এবার সেই সংবিধান রক্ষার মন্ত্রকে হাতিয়ার করেই পালটা কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কংগ্রেসকে অরাজকতাবাদী এবং অবরোধ পক্ষ বলে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করলেন, ‘ওরা ক্ষমতার স্বার্থে সংবিধানকে দুর্বল করেছে।’

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, কংগ্রেস ওবিসিদের জন্য নির্ধারিত সংরক্ষণ কমিয়ে তাতে মুসলিমদের জায়গা দিতে চায়। সংবিধান দিবস উপলক্ষে এক নিবন্ধে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘এটা খুব উদ্বেগজনক যে দেশের সবচেয়ে বড় বিরোধী দল ওবিসিদের সংবিধানপ্রদত্ত সংরক্ষণের অধিকার কেড়ে নিয়ে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ আনতে চায়। আমাদের সংবিধানপ্রণেতারা কঠোরভাবে এই ধরনের পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলেন। বিশেষ করে ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন।’

অবশ্য শুধু সংরক্ষণ ইস্যু নয়, আরও একাধিক ইস্যুতেই কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের সংরক্ষণ বিরোধী বলে তোপ দেগেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, ‘আজকের বিরোধী পক্ষ বিরোধ পক্ষ থেকে অবরোধ পক্ষ হয়ে গিয়েছে। এভাবে গণতান্ত্রিক আলোচনার পরিবেশকে নষ্ট করে বিক্ষোভ দেখানোটা কখনও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশের উদাহরণ হতে পারে না।’ প্রধানমন্ত্রী মহিলা সংরক্ষণ আইন নিয়েও বড় ইঙ্গিত দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ‘ওরা নারী শক্তি অধিনিয়ম আটকে দিয়ে সংরক্ষণের মূল ধারার অবমাননা করেছে।’

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা, যে কোনও মূল্যে এই সরকার মহিলাদের অধিকার নিশ্চিত করবে।

মরশুমের শীতলতম দিন, নয় ডিগ্রিতে নামল দিল্লির তাপমাত্রা

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: দিল্লিতে তাপমাত্রা নামতে শুরু করেছে। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার আরও এক ডিগ্রি সেলসিয়াস নামল রাজধানীর তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবার দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা এখনও পর্যন্ত এই মরশুমের শীতলতম দিন বলে জানিয়েছেন মৌসম ভবন। রাজধানীর বেশির ভাগ জায়গাতেই তাপমাত্রা ৯-১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার লোধী রোডে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, তার পরেই রয়েছে পালম (৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস), পুসা (৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস), আয়ানগর (১০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। গত ২৪ ঘণ্টায় সফদরজংয়ে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নেমেছে। তাপমাত্রা নামার পাশাপাশি কুয়াশার দাপটও বাড়ছে রাজধানী জুড়ে। কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা শূন্যে নেমে যাচ্ছে। ফলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হচ্ছে। যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে।

আগামী কয়েক দিন আকাশ মূলত পরিষ্কারই থাকবে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮-১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। শনি এবং রবিবার কুয়াশার দাপট বাড়বে। তবে আগামী সাত দিনে তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। তার পর থেকেই পারদ ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। অন্য দিকে, রাজধানীর দূষণের ছবিটা কিন্তু খুব একটা বদলায়নি। বৃহস্পতিবারেও বাতাসের গুণমানের সূচক (একিউআই) ‘খারাপ’ পর্যায়েই রয়েছে। দূষণ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলির মধ্যে আনন্দ বিহারের পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। সেখানে একিউআই ৩৩২। তার পরে রয়েছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ ক্যাম্পাস। এই দুই কেন্দ্রে বাতাসের গুণমান ‘খুব খারাপ’। আইআইটি দিল্লি এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাতাসের গুণমান ‘খারাপ’।

ফের অসুস্থ শরদ পাওয়ার

মুম্বই, ২৬ নভেম্বর: ফের অসুস্থ মহারাষ্ট্রের ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) প্রধান শরদ পাওয়ার। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। বর্ষীয়ান নেতার মেয়ে ও এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে জানিয়েছেন, নতুন করে ডিহাইড্রেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে ৮৫ বছরের নেতাকে। যদিও তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থীতিশীল বলেই জানা গিয়েছে।

সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে সুপ্রিয়া সুলে লিখেছেন, ‘বাবাকে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। মনে হচ্ছে শরীরে পানিশূন্যতা হয়েছে। তাঁর এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন, আর ভ্রমণও কমিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু বাবা তো কথাই শোনেন না! তিনি নিজের কাজকে বড্ড ভালোবাসেন। আপনাদের উদ্বেগ ও শুভকামনার জন্য ধন্যবাদ।’ এনসিপি (এসপি) সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের রাজ্য সভাপতি শশীকান্ত শিন্ডের ডাকা একটি সভায় যোগ দিতে সুলে নরিমান পয়েন্টে দলীয় কার্যালয়ে গিয়েছিলেন সুপ্রিয়া। কিন্তু বাবার অসুস্থতার কথা জেনে মাঝপথে ফিরে যান তিনি।

কাশ্মীরে লুকিয়ে ৬৫ পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি, বড় অভিযানে সেনা

শ্রীনগর, ২৬ নভেম্বর: কাশ্মীরে লুকিয়ে রয়েছে প্রায় ৬৫ জন পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি। গোয়ান্দাদের একটি সূত্র মারফত তেমনটাই জানা গিয়েছে। এই তথ্য পাওয়ার পরই উপত্যকাজুড়ে বিরাট অভিযান শুরু করেছে সেনা। জানা যাচ্ছে, জঙ্গিরা অধিকাংশই সন্ত্রাসী সংগঠন লস্কর-ই তইবা এবং জইশ-ই-মহম্মদের সদস্য। সম্প্রতি নিরাপত্তাবাহিনীর সূত্রের দাবি, ৩৭ বছরে এই প্রথম কাশ্মীরে কোনও স্থানীয় জঙ্গি অবশিষ্ট নেই। শুধু তাই নয়, উপত্যকায় জঙ্গিগোষ্ঠীতে নতুন করে সদস্য নিয়োগও শূন্যে নেমে এসেছে। এর ফলে মরিয়া হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। সূত্রের দাবি, শীতের মরশুমে নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে নতুন করে অনুপ্রবেশের ছক কষছে পাকিস্তানি সন্ত্রাসীরা। কারণ, আর কয়েকদিনের মধ্যেই তুষারপাতে পার্বত্য গিরিপথগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। তার আগেই জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করছে পাক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, পির পাঞ্জালের উত্তরে প্রায় ৩৫ জন পাকিস্তানি জঙ্গি সক্রিয় রয়েছে। তাদের সন্ধানে রয়েছে নিরাপত্তাবাহিনী। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর তাদের জঙ্গি লঞ্চপ্যাডগুলিকে পুনরায় সক্রিয় করে তুলেছে। তবে তাদের কৌশলও বদলেছে। বড় দলের পরিবর্তে, এখন প্রতিটি লঞ্চপ্যাডে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দল অবস্থান করছে। প্রতিটি দলে লস্কর-ই-তইবা বা জইশ-ই-মহম্মদের দুই থেকে তিন জন করে জঙ্গি রয়েছে, যারা অনুপ্রবেশের সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। তবে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উপত্যকাজুড়ে পালটা অভিযানও শুরু করেছে সেনা।

মিশরে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত ৩১

কায়রো, ২৬ নভেম্বর: মিশরের রাজধানী কায়রোতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। ভরা হাইওয়েতে উলটে গেল জ্বালানি ট্রাক। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতের সংখ্যা বহু।মিশরের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বুধবার কায়রোর রিং রোডে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে জ্বালানি ট্রাকটি। ভরা হাইওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি আচমকা উলটে যায়। এরপরই ভয়ংকর বিস্ফোরণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশে থাকা যানবাহনগুলিতে আগুন লেগে যায়। কালো ধোঁয়ায় ঢাকে গোটা এলাকা। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে হুলস্থুল পড়ে যায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল এবং উদ্ধারকারী দল। প্রসঙ্গত, এই রিং রোড হল কায়রোর অন্যতম ব্যস্ত হাইওয়ে। এটি রাজধানীর বিভিন্ন অংশকে যুক্ত করে। কিন্তু কী কারণে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত। দুর্ঘটনার একাধিক ছবি এবং ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ঘনজনবসতিপূর্ণ কায়রোর আল-ওয়ারাক এলাকায় আগুনের বিশাল কুণ্ডলী। কালো ধোঁয়ার চাদরে ঢেকেছে আকাশ। হাইওয়েজুড়ে আতঙ্কের স্রোত। গাড়িচালকরা হর্ন বাজিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। সূত্রের খবর, ভয়ংকর এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে হাইওয়ের আশপাশের কয়েকটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মিশর সরকারের এক কর্তা বলেন, ‘মৃতদের শরীর সম্পূর্ণ ঝলসে গিয়েছে। তাঁদের শনাক্ত করতে ডিএনএ পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। আহতকের অনেকের অবস্থাই সংকটজনক।’ সে দেশের মন্ত্রিসভার এক মুখপাত্র বলেন, ‘দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা মাদবৌলি। তদন্তের ফলাফলের পর সরকার আরও পদক্ষেপ করবে। হাইওয়ে কিংবা রাস্তায় পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে নয়া নিয়ম প্রণয়ন করা হবে।’

সেবি’র ‘ভারত কা শেয়ার বাজার’ প্যাভিলিয়নের রৌপ্য পদক জয়



নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড এবং শীর্ষস্থানীয় বাজার পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠান ও শিল্প সংস্থাগুলোর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘ভারত কা শেয়ার বাজার’ প্যাভিলিয়নটি বৃহস্পতিবার সফলভাবে তার দুই সপ্তাহব্যাপী কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। জাতীয় রাজধানীর ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত ৪৫তম ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় এই প্যাভিলিয়নটি রৌপ্য পদক অর্জন করেছে। বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীন ‘ইন্ডিয়া ট্রেড প্রমোশন অর্গানাইজেশন’ কর্তৃক ১৪ থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত এই বছরের মেলার মূল বিষয়বস্তু ছিল ‘বিকাশ ঔর বিরাসত’ (উন্নয়ন ও ঐতিহ্য)। ৪ নম্বর হলে অবস্থিত এই প্যাভিলিয়নটি ভারতের সিকিউরিটিজ বাজারের ১৫০ বছরের ঐতিহ্য এবং আধুনিক প্রযুক্তি-চালিত ভবিষ্যতের এক চমৎকার মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। এটি ‘বিকশিত ভারত অ্যাট ২০৪৭’-এর পথে জাতীয় অগ্রযাত্রায় আর্থিক ক্ষমতায়নকে একটি মূল ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেছে। ১৪ নভেম্বর সেবি-র চেয়ারম্যান শ্রী তুহিন কান্ত পাণ্ডে এই প্যাভিলিয়নটির উদ্বোধন করেন। এই বিশাল প্যাভিলিয়নে বাজারের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান; এনএসই, বিএসই, এমসিএক্স, এমএসইআই, এনসিডিইএক্স, সিডিএসএল, এনএসডিএল, কেফিন টেকনোলজিস, ক্যামস, ওবিপিপি অ্যাসোসিয়েশন, সিপিএআই, আইআরএ, বিআইএ, অ্যামফি এবং এনআইএসএম;অংশ নেয়। উদ্বোধনের সময় শ্রী পাণ্ডে এই উদ্যোগের পেছনে থাকা সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ দেন যে, দর্শনার্থীদের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়াকে যেন সরাসরি মতামত (ফিডব্যাক) হিসেবে দেখা হয়, যা প্রক্রিয়াগুলোকে সহজতর করতে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য পরিষেবা উন্নত করতে সাহায্য করবে। ১৪ দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীজুড়ে প্যাভিলিয়নটিতে সেবি-র ‘প্রজেক্ট জাগরুক’-এর অন্তর্গত ‘সমাজ সে ইনভেস্টিং সিম্পল’ প্রচারণাকে তুলে ধরা হয়।

পাশাপাশি, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার মূল মন্ত্র; ‘চেক, ভ্যালিডেট অ্যান্ড ভেরিফাই’;এর ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ময়দান

রাজস্থানের কাছে হার বাংলার! স্বপ্নভঙ্গ অভিমন্যুদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক ম্যাচেই বদলে গেল ছবিটা! আগের ম্যাচে কুলদীপ যাদব, ভুবনেশ্বর কুমারদের শক্তিশালী উত্তরপ্রদেশকে উড়িয়ে দিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল বাংলা। তাই সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বৃহস্পতিবারের ডু অর ডাই ম্যাচে লক্ষ্মীরতনের ছেলেদের নিয়ে প্রত্যাশা ছিল তুঙ্গে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেই ছন্দপতন। রাজস্থানের কাছে ছয় উইকেটে হেরে গেল অভিমন্যু ঈশ্বরণের বাংলা। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রান তোলে বাংলা। জবাবে ১৬.৪ ওভারেই চার উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় রাজস্থান। বাংলার হয়ে ব্যাট হাতে একাই লড়াই করেন শাকির হাবিব গান্ধী। ৪৩ বলে চারটি চার ও চারটি ছয়ের সাহায্যে ৬৯ রান করেন তিনি। করণ লালের সংগ্রহ ২৮। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ করেন ২৬ রান। তবে অভিষেক পোড়েল, আদিত্য পুরোহিতরা ব্যর্থ হওয়ায় বড় রান তুলতে পারেনি বাংলা। রাজস্থানের দীপক চাহার ১৩ রান দিয়ে তিনটি উইকেট নেন।জবাবে রাজস্থানের শুরুটা ভালো হয়নি। মুকেশ কুমার ও সায়ন ঘোষ দু’টি করে উইকেট তুলে নেন। কিন্তু বাংলার বোলারদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে দেন মহীপাল লোমরর ও অভিজিৎ তোমর। লোমরর ৩৫ বলে ৭৪ এবং তোমর ৫২ বলে অপরাজিত ৭৪ রান করেন। তাঁদের দাপুটে ব্যাটিংয়েই সহজ জয় পায় রাজস্থান।এবারের প্রতিযোগিতায় ছয় ম্যাচে চারটি জয় পেয়েছে বাংলা। কর্ণাটক ও বরোদার কাছে হারলেও চণ্ডীগড়, ঝাড়খণ্ড, মিজোরাম এবং উত্তরপ্রদেশকে হারিয়েছিল তারা।

ABRIDGED TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. WBPMID/GHT/AJA-2/NIT-7/26-27
Dated : 23.11.2026

Ajabnagar-II Gram Panchayat invites e-Tender for the “2026_ZPHD_508877 8_1 under 15th CFC”fund. Intending bidders may access detailed information and respond from e-procurement portal of Government of West Bengal at https://tenders.wb.gov.in.
Bid submission start date (Online)- 23.11.2026(06.00P.M).
Bid Submission closing (Online)- 01.12.2026 (06.00P.M).
Sd/- Executive Assistant-in-Charge, Ajabnagar-II Gram Panchayat

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035

The Chairman invites e-Tender (Online) for the works of “Supply, Fitting & Fixing of Street Light & Cable at Muslim Burial Ground & Behala Pra lane to BT Road located at Ward No-12 & 13 under Baranagar Municipality Area”, **NIeT No: WBMAD/BM/PWD/NIT-158(e)/2026-27 Dated-25.11.2026, Tender ID No. 2026_MAD_5089858_1**. Bid submission of end date (Online) is **04.12.2026 up to 6.00 P.M.** For details please log on to **https://tenders.wb.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**
Sd/- Chairman

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No:-**01/15thFC-TIED/2026-2027 With Vide Memo No. 299/RAM-I GP/2026,dated: - 25-11-2026,** The Last date for online submission of tender is **04-12-2026 up to 14.00 HRS.** For details, please visit website: -**https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Secretary
Rampara-I Gram Panchayat

OFFICE OF THE MALIBARI-I GRAM PANCHAYAT
UNDER RANINAGAR-II DEVELOPMENT BLOCK
KUPTALA, NABIPUR, RANINAGAR, PIN-742308
e-mail: gpmalibaril@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) **No: 01/15th CFC/2026- 27Dated:-23/11/2026** The online submission of tender is **02/12/2026 (Wednesday); up to 14:00 Hours.** Fordetails please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Sat Humayun-Kabir
(E.A in Charge, Malibari-I G.P.)

BONGAON MUNICIPALITY
Repair & Renovation Works at Late Bhupendra Nath Seth Mahasamshan Under Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/NIeT/80/BM/2026-27/PWD Date: 26.11.2026
Tender ID: 2026_MAD_1050247_1
1. Bid Submission Start date- **26.11.2026 at 18.00.** 2. Prebid meeting date- **04.12.2026 at 14.00.** 3. End date- **12.12.2026 at 14.00.** 4. Bid opening date- **14.12.2026 at 14.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

Office of the Tenya-Baidyapur Gram Panchayat
P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No : -002/TBGP/2026-27 Date: 26/11/2026. Tender Id- A) 2026_ZPHD_5090075_1 to 2026_ZPHD_5090075_3.
Tenders are invited by the Prodhan, Tenya-Baidyapur Gram Panchayat, Tenya, Salar , Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Supply of Civil Materials/Solar) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, **https://tenders.wb.gov.in**
Information to bidders:

Last date and time for down-loading of tender documents	05/12/2026 up to 16.00 Hrs . (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	05/12/2026 up to 16.00 Hrs . (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	07/12/2026 after 16.00 Hrs . (as per Server clock)

Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
By Order:-
Sd/- Prodhan
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

TENDER
E- tenders are invited by the Executive Assistant, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIET NO- RGP/02/16th CFC Tied/2026-27, RGP/03/16th CFC Untied/2026-27,** Last date of submission **09.12.2026 up to 12.00p.m.** For details please contact to the office or visit **www.tenders.wb.gov.in.**
Sd/- Executive Assistant, Rahamatpur Gram Panchayat.

Office of the Rajapur Gram Panchyat
Rajapur : Rajapur : Raninagar : Murshidabad
NIT No: 01/2026-27 (2ND CALL)
Publishing & Submission Start Date : **27.11.2026 from 6.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **04.12.2026 up to 02.30PM.** Bid Opening Date: **07.12.202.2026 after 02.30PM**
Details See In: **www.tenders.wb.gov.in www.tenders.wb.gov.in**
Sd EXECUTIVE ASSISTANT
RAJAPUR GRAM PANCHAYAT

NOWANAGAR KADDA GRAM PANCHAYAT
P.O.- Khujutipara, Dist- Birbhum, Pin-731215
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the **NIT NO: WBBIR/NKGP/E-NIT-7/2026-27 & WBBIR/NKGP/E-NIT-8/2026-27 Dt-23/11/2026** which is uploaded in the website **http://wbtenders.gov.in.** Fund: 16th CFC Tied & Untied: 2026-27. Last date of submission: **09/12/2026.** Visit the said website to know about this tender.
Sd/- Executive Assistant in-Charge
Nowanagar Kadda Gram Panchayat

PROGRAMME OFFICER & OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER BARASAT-II DEVELOPMENT BLOCK
NIQ has been invited by Block Development & Programme Officer, Barasat - II Development Block, vide no. **ENIQ/01/VB-GRAM/26-27 (5th call) dated 19.11.2026 (Memo No. 72/BST-II VB-G RAM G/26-27).** Bid submission end date and time **27/11/2026 upto 16.30 hours**. Details are available from the website **http://tenders.wb.gov.in** and notice board of the office of the undersigned.
Sd/-
Programme Officer, VB G RAM G & Block Development Officer

E-TENDER NOTICE
e-Tender (ID-2026_DMN_5088259_1) is invited by the DLO, Nadia, for construction of temporary pandal with arrangement of electrical and sound system of Nadia Dist. Book Fair 2026-27. For details, please visit **https://tenders.wb.gov.in.**
Sd/-
DLO, Nadia
Memo. No. 182(3)/DICO/N/Advt.26
Date: 26/11/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Ashok Manna,** Father’s Name - **Lt. Amulla Manna,** Who has been missing since 10.11.2026, at about 06.30 hrs, Residential area under Bishnupur PS, Description of this Missing person is: **Age** - 63 Years (Approx), **Height** - 5 Feet 2 Inches (Approx), **Complexion** - Fair, **Wearing** - Blue Lungi & White Shirt, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.
ICA-D 1801(3)/2026

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি
শ্রী তমাল সেন, AG-III (Depot)-এর যেকোনো সন্ধানের জন্য
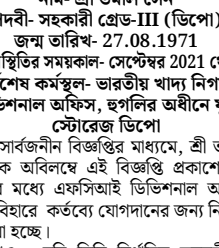
নাম- শ্রী তমাল সেন
পদবী- সহকারী গ্রেড-III (ডিপো)
জন্ম তারিখ- 27.08.1971
অনুপস্থিতির সময়কাল- সেপ্টেম্বর 2021 থেকে
সর্বশেষ কর্মস্থল- ভারতীয় খাদ্য নিগম, ডিভিশনাল অফিস, হুগলির অধীনে ফুড স্টোরেজ ডিপো
এই সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, শ্রী তমাল সেনকে অবিলম্বে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 7 দিনের মধ্যে এফসিআই ডিভিশনাল অফিস কোচবিহারে কর্তব্যে যোগদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
এছাড়াও, যদি তিনি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এই দপ্তরে যোগদান করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে তাঁর কর্তব্যে পুনরায় যোগদানের কোনো ইচ্ছা নেই, এবং FCI Staff Regulations, 1971 (যথাসংশোধিত) অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে চাকরি থেকে বরখাস্তসহ কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DATE CORRIGENDUM
WBPWD/SSEKHEC/KSHED/eNIT06/26-27
e-Tender being invited by the SEKHEC, PWD KIT Annex Building, 5th Floor, Kolkata-73 from the eligible contractors for Day to day operation of bed-cum-passenger & passenger lifts of different buildings within the premises of IPGME&R-SSKM Hospital, Kolkata & its Annex Hospitals, Kolkata (For the period of one year). Tender ID:-2026_WBPWD_5080322_1. Last date of submission:- 07.12.2026, 01:00 P.M. may be seen at https://wbtenders.gov.in
Sd/- Senior Superintending Engineer, Kolkata Health Electrical Circle, P.W.D.

ICA- T20293(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
N.I.T No. WBPWD/SKHSD-I/AE/eNIT-04 OF 2026-2027
Tender ID: 2026_WBPWD_5087897_1
A.E., South Kolkata Health Sub Division-I, P.W.D., invites Online e-NIT for 08 (Eight) Nos. Civil Works, Bid started dt. 27/11/2026 at 6.00 P.M. Last date of Bid Submission: 09/12/2026 up to 1:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. : shown in Office Notice Board & may be downloaded from http://wbpwd.gov.in http://wbetender.gov.in Sd/- A.E., South Kolkata Health Sub Division-I, P.W.D., M R Bangur Dist. Hospital, Kolkata-700033.

ICA- T20299(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 03.12.2026 up to 14.00 P.M. for the following job “Renovation of Electrical Installation work in connection with Civil renovation work at Male Dining hall of Calcutta Pavlov Hospital.” vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-56/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5082593_1. Detail information/download/upload will be available from the website: https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division

ICA- T20300(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. EE(E/M)/JNNURM-I/T-07/2026-27
Online percentage-premium two-part e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/JNNURM-I, E/M Sector, KMDA, 6th floor, Unnayan Bhawan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced agencies having successfully & satisfactorily completed the work of ‘Repairing or operation-maintenance of VT pumps in surface based, Raw / Drinking water / Drainage pumping station’ in a State/Central Government or State/Central Government Undertaking / Statutory/ Autonomous Bodies, for the work, **Name of the Work, Estimated Amount, Earnest Money Deposited, Time of Completion,** Dismantling, lifting, repairing, installation, and commissioning of VT pump no.02 having discharge 1600 m3/hr at 23 m under Titagarh Raw water pumping station at Glasskol Ghat, Titagarh., Rs.4,85,012/-, Rs.9,750/- (Balanced amount to determine @ 2% of contract/accepted amount is to be deposited before issuing of order), 15 Calendar days, **Date & time limit for submission of Tender:** 14.12.2026 upto 12:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-782)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T20246(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 24/EE/ED-I/EM/KMDA/T-2 of 2026-27
Online e-Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-I, EM Sector, KMDA, Unnayan Bhavan, Ground Floor, Block-I,, Salt Lake, Kolkata-700091, from eligible tenderer, for the work, **Name of Work, Estimated Value of Work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Temporary illumination arrangement from Toll Plaza to Carry Road Crossing on Kona Expressway on the eve of Festival, 2026. Rs.2,14,536/-, Rs.4,291/-, 14 days from the date of firm order, **Last date & time of Online Bid submission:** 04/12/2026, Time: 14.00 hrs, for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-786)
www.wbtenders.gov.in

ICA- T20247(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Tender
NIeT No. WBPWD/EE-II/KCHD / NIeT-08/2026-2027
Name of Work : Thorough jungle cleaning and removal of rubbish for survey works inside campus of Calcutta Pavlov Hospital, 18 Gobra Road, Kolkata-46, during the year 2026-27. **TENDER ID : 2026_WBPWD_5089308_1. Estimated Amount : 1) Rs. 1,50,101.00. Bid submission start date : 02/12/2026 at 12:00 Hrs. Bid submission end date: 09/12/2026 upto 12:00 Hrs.** Sd/- Executive Engineer-II, PWDte Kolkata Central Health Division.

ICA- T20303(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Tender
NIeT No. WBPWD/EE/KCHD / NIeT-07/2026-2027
Name of Work : 1. Dr. R. Ahmed Dental College & Hospital---Old and New Campus building---Replacement of all Old damaged Sprinklers (Pendent Type) along with some allied works during the year 2026-27. TENDER ID : 2026_WBPWD_5088620_1. Estimated Amount : 1) Rs. 7,35,544.00. Bid submission start date : 02/12/2026 at 12:00 Hrs. Bid submission end date : 09/12/2026 upto 12:00 Hrs. Sd/- Executive Engineer, PWDte Kolkata Central Health Division.

ICA- T20304(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 03.12.2026 up to 14.00 P.M. for the following job “Annual Maintenance, operation and repair of Electrical Installations, Air - conditioning system, Lift Installation etc. for Calcutta Homoeopathic Medical College and Hospita.----Day to day E.I maintenance.” vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-58/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5083959_1. Detail information/download/upload will be available from the website: https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division

ICA- T20301(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং



একদিন বায়োস্কোপ



বাংলা সিনেমায় ইতিহাস হয়ে থেকে যাবে সাধক বামাক্ষ্যাপা



শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

কিছু সিনেমা যেন কথা বলে। প্রতিটি লহমায় বুঝিয়ে দেয় যে সেই চলচ্চিত্র অচিরেই মাস্টারপিস হয়ে ওঠার যোগ্য। ভক্তি, ইতিহাস তথা লাল মাটির দেশ অর্থাৎ বীরভূমের প্রধান ঐতিহ্যবাহী পিঠ তারাপীঠের প্রথম ক্ষ্যাপা তথা একনিষ্ঠ পূজারী যুগাবতার বামদেবের জীবনী নিয়ে যে এত সুন্দর একটি সিনেমা গড়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, সম্প্রতি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত পরিচালক সায়ন্তন ঘোষালের ছবি 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' এর মাধ্যমে।

ছবিতে বামাক্ষ্যাপার শৈশব কাল থেকে বৃদ্ধ বয়স্ পর্যন্ত সময়কালটি খুব নিখুঁতভাবে যত্নসহকারে পর্দায় তুলে ধরা হয়েছে।বামাক্ষ্যাপার চরিত্রে অভিনয় করেছেন সব্যসাচী চৌধুরী। এই সিনেমায় তিনি মুখ্য চরিত্র। শুধু মুখ্য চরিত্র বলে নয় তিনি তার অভিনয় দক্ষতায় এই সিনেমায় মুখ্য চরিত্রের জায়গা নিজে দখল করে নিয়েছেন এটা বলাই বাহুল্য। তার কথা এখানে না বললেই নয়। বামাক্ষ্যাপার চরিত্রে তার অভিনয় এত সুচারু এবং বাস্তবচিত্ যা দর্শকদের চোখে জল আনবে। এর আগেও বামাক্ষ্যাপা সিরিয়ালে তিনি বামাক্ষ্যাপার চরিত্র অভিনয় করে নজর কেড়েছিলেন তবে এইবার যেন তার অভিনয় সবকিছুকে অতিক্রম করেগিয়েছে। তিনি তার নিপুন অভিনয় গুনে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে যতবারই বাংলায় বামাক্ষ্যাপা নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি হবে তাকে ছাড়া আর অন্য কাউকে বামাক্ষ্যাপা কল্পনা করাই যাবে না। এই সিনেমাটির ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসেবে চিত্রনাট্য ও সংলাপ তিনিই লিখেছেন।সায়ন্তন ঘোষালের পরিচালনায় তার অভিনয় যেন আরও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। মা তারার চরিত্রে পায়েল দে র অভিনয় যথেষ্ট সাবলীল। এই সিনেমাতে দেখতে পাওয়া তার উগ্রচন্ডা রূপটি দর্শকদের অবাক করেছে। তিনি নিজের চরিত্রে যথেষ্ট পরিণত অভিনয় দেখিয়েছেন।শঙ্খদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটবেলার বামদেবের চরিত্রে নিষ্পাপ সারল্য ও আন্তরিকতা দিয়ে নজর কেড়েছেন।সাহেব চট্টোপাধ্যায় বাবা সর্বানন্দের চরিত্রে সংযত ও স্নিগ্ধ অভিনয় করেছেন। তার অভিনয় যেকোনো চরিত্রেই যেন সাবলীল। বলাই বাহুল্য তার অভিনয়শৈলী খরাজ মুখোপাধ্যায়ের 'যে কোন ভূমিকায় সমানে লড়ে যাই আপনি যা চান আমি ঠিক তাই' গানটির সাথে সংহতি রাখে।মোনালিসা চট্টোপাধ্যায় বামদেবের মায়ের চরিত্রে যথেষ্ট সাবলীল। তাঁর অভিনয়ে মাতৃত্বের মমতা ও আবেগ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।এই ছবি মুহুর্মুহু পরিচালক সায়ন্তন ঘোষালের অসাধারণ পরিচালনা দক্ষতা তুলে ধরেছে। লোকসংস্কৃতি তথা ভক্তির ইতিহাসের অন্যতম প্রাণপুরুষ বামাক্ষ্যাপার জীবনীকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন তার জন্য তার প্রশংসা প্রাপ্তি অবশ্যই কাম্য। গল্পের সবকটি চরিত্রায়ন, মেকআপ এবং পোশাক পরিচ্ছদ এত নিপুণভাবে তিনি সাজিয়েছেন যা প্রতি পরতে বাস্তব বলে মনে হয়।। এই সিনেমা দেখলে দর্শকদের মনে হতে বাধ্য যে যেন তারা প্রকৃতই বামদেবের আমলে পৌঁছে গিয়েছে। দর্শন করছে বামদেবের হাতে পূজা প্রাপ্ত তারাপীঠের তারা মাকে। লাল মাটির দেশের ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতি পরিচালক এত সুন্দরভাবে দর্শকদের সামনে রূপায়িত করেছে যার ভাষায় প্রকাশ যেন খুবই দুঃসাধ্যের।ছবির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অপূর্ব চিত্রগ্রহণ। সৌমিক হালদারের ক্যামেরায় তারাপীঠের মন্দির, শ্মশানের পরিবেশ এবং আলো-আঁধারির দৃশ্যগুলি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সংগীত পরিচালনা ছবির আবেগ ও ভক্তিরস এবং অলৌকিকতাকে যেন আরও গভীর করেছে। বিশেষ করে শ্যামাসংগীতের ব্যবহার দর্শককে ছবির আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সংযুক্ত করে।এই ছবির গানগুলি শ্যামা সঙ্গীতের পুনরুপস্থাপনা। এই শ্যামা সংগীত গুলি গেয়েছেন মনোময় ভট্টাচার্য এবং অতনু মিশ্র। তাদের সুমিষ্ট কণ্ঠে গানগুলি যেন নতুনভাবে প্রাণ পেয়েছে।ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অসামান্য। বিশেষ করে বামদেবের শেষ সময়কালের মিউজিক গুলো একেবারে হৃদয়স্পর্শী। ছবির কিছু ডায়লগ যেমন 'রাখে বড়মা তো মারে কোন শালা' অথবা 'যতদিন চন্দ্র সূর্য উঠবে ততদিন তারাপীঠের মাটিতে বামাক্ষ্যাপার অস্তিত্ব মিশে থাকবে'প্রভৃতি হৃদয়ে গেথে থাকার মতো যা বারংবারই এই সিনেমাটির কথা মনে করিয়ে দেবে। সিনেমা হলে গিয়ে এই ছবিটি একবার দেখলে মন ভরবে না। পরিশেষে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বাংলা সিনেমার দর্শকদের হলমুখী করার জন্য 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'একটি ইতিহাস তথা মাইলস্টোন হয়ে থেকে যাবে যার কৃতিত্ব পরিচালক সায়ন্তন ঘোষাল এবং সৃজনশীল পরিচালক তথা অভিনেতা সব্যসাচী চৌধুরীর অবশ্যই প্রাপ্য।



তিন দিন ধরে পাহাড়ে মিমির বিয়ে, থাকছে যত রকমের আয়োজন



নিজস্ব প্রতিবেদন: একসময় ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানা আলোচনা-গুঞ্জন থাকলেও নিজের সম্পর্কের কথা বরাবরই আড়ালে রাখতে পছন্দ করেছেন কলকাতার অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। প্রেম, বিয়ে কিংবা জীবনসঙ্গী;এসব প্রশ্নে খুব একটা মুখ খোলেননি তিনি। কিন্তু এবার তাঁকে ঘিরেই টালিউডে আলোচনার কেন্দ্রে বিয়ের খবর। পাত্রের নাম সিদ্ধার্থ দত্ত। পেশায় তিনি বিনোদনজগতের কেউ নন। মিমির বিয়ের কার্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা।

বিয়ের আয়োজন নিয়ে নতুন তথ্য সামনে এনেছের সংবাদমাধ্যম।বলা হয়েছে, কলকাতায় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি কালিম্পংয়ে তিন দিন ধরে চলবে বিশেষ আয়োজন। জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়ায় মিমির মামাবাড়িতেও চলছে প্রস্তুতি। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আনন্দের পাশাপাশি ব্যস্ততাও তুঙ্গে।

তবে বিয়ের খবর নিয়ে মিমি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানাননি।

বিয়ের কার্ডে মিমির তিন প্রিয়জন

মিমির বিয়ের কার্ড নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে একটি বিশেষ কারণে। কার্ডে বর-কনের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে তাঁর তিন পোষ্য কুকুর;চিকু জুনিয়র, ম্যাক্স ও জাদুকে। মিমির জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই তিন পোষ্য। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও প্রায়ই তাদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত ভাগ করে নেন অভিনেত্রী।

প্রাণীদের প্রতি মিমির ভালোবাসা নতুন নয়। পোষ্যদের তিনি কেবল শখের সঙ্গী হিসেবে দেখেন না, পরিবারের সদস্য হিসেবেই বড় করে তুলেছেন। তাই জীবনের এত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়োজনের আমন্ত্রণপত্রেও তাদের জায়গা করে দেওয়া যেন মিমির ব্যক্তিত্বেরই পরিচয়।

এক প্রতিবেদনে বিয়ের কার্ডের নকশা নিয়ে মিমির প্রতিক্রিয়ার কথাও উঠে এসেছে। বিয়ে নিয়ে প্রশ্নের জবাবে অভিনেত্রী বলেছিলেন, তিনি জীবনে কাউকে হতাশ করেননি, ইতিবাচক থাকতে ভালোবাসেন এবং সবাইকে খুশি রাখতে চান। তবে সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছেন। তাঁর এই রহস্যময় উত্তর বিয়ের গুঞ্জনকে আরও উসকে দিয়েছে।

কলকাতা থেকে কালিম্পং, দুই জায়গায় বিয়ের আয়োজন

২৫ ও ২৬ নভেম্বর কলকাতায় হবে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। এর আগে সেখানেই বাগ্ দান ও অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। এরপর ৩ থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কালিম্পংয়ে চলবে বিয়ের বিশেষ আয়োজন।

দুই জায়গায় অনুষ্ঠান হওয়ায় আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও ভাগাভাগি হয়েছে।

জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়ায় মিমির মামাবাড়ির আত্মীয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি। তাঁদের একাংশ কলকাতার অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন, অন্য অংশ যাবেন কালিম্পংয়ে।

মিমির মামা রাম চক্রবর্তী সংবাদ প্রতিদিনকে জানিয়েছেন, ভাগনির বিয়ে তাঁদের কাছে অনেক আনন্দের। মিমির পছন্দ ও ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়েই আয়োজন করা হচ্ছে সবকিছু। হবু বর সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি পরিবারের সদস্যরা।

কে এই সিদ্ধার্থ দত্ত

মিমির বিয়ের খবর সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই আলোচনায় এসেছেন সিদ্ধার্থ দত্ত। তবে তিনি বিনোদনজগতের মানুষ নন বলেই বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।



কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে সিদ্ধার্থকে ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তা বলা হয়েছে।

ছোট পর্দা থেকে বড় পর্দা, যেভাবে জনপ্রিয় হলেন মিমি

মিমি চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৮৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি। জলপাইগুড়ির সঙ্গে তাঁর শৈশবের স্মৃতি গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। পড়াশোনা ও অভিনয়ের প্রয়োজনে কলকাতায় এলেও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। তাঁর মামা রাম চক্রবর্তীর কথায়, সুযোগ পেলেই জলপাইগুড়িতে ছুটে আসেন মিমি। পাড়া, বাড়ি, মামাবাড়ি;সব জায়গাতেই তাঁর পরিচিত পরিবেশ।

অভিনয়জগতে মিমির শুরুটা মডেলিং দিয়ে। তবে তাঁকে পরিচিতি এনে দেয় ২০১০ সালে প্রচারিত বাংলা টেলিভিশন ধারাবাহিক 'গানের ওপারে'। সেখানে পুপে চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের মন জয় করেন তিনি। সংগীতনির্ভর এই ধারাবাহিকের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের দর্শকের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন মিমি।

২০১২ সালে 'বাপি বাড়ি যা' সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হয় তাঁর। এরপর 'বোঝে না সে বোঝে না' তাঁকে আরও বেশি জনপ্রিয়তা এনে দেয়। বাণিজ্যিক ছবির চেনা নায়িকার ছকের বাইরে গিয়ে চরিত্র বেছে নেওয়ার প্রবণতা ছিল তাঁর অভিনয়জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এরপর 'প্রলয়', 'যোদ্ধা', 'গ্যাংস্টার', 'পোস্ত', 'ভিলেন', 'ড্রাকুলা স্যার', 'মিনি'সহ বিভিন্ন সিনেমায় অভিনয় করেছেন মিমি চক্রবর্তী। রোমান্টিক চরিত্রের পাশাপাশি থ্রিলার, সামাজিক গল্প ও ভিন্নধর্মী চরিত্রেও দেখা গেছে তাঁকে।

বাংলাদেশেও মিমির জনপ্রিয়তা রয়েছে। বিশেষ করে শাকিব খানের বিপরীতে রায়হান রাফী পরিচালিত 'তুফান' সিনেমায় অভিনয়ের পর বাংলাদেশের দর্শকদের কাছে তাঁর পরিচিতি আরও বেড়েছে। ছবির 'দুষ্টু কোকিল' ও 'লাগে উড়াধুরা' গান দুটি দুই বাংলাতেই আলোচিত হয়েছিল।

রাজনীতির মাঠেও পা রেখে ছিলেন মিমি। ২০১৯ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে অংশ নেন তিনি। জয়ী হয়ে ভারতের সংসদ সদস্য হন। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।



প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির অপেক্ষায় 'নজরবন্দী'

বাংলা সিনেমায় থ্রিলার ঘরানার চেনা ছক ভেঙে যদি নারী, ক্ষমতা, গোপনীয়তা, ডিজিটাল অপরাধ এবং সম্পর্কের অন্ধকারকে এক সূত্রে বাঁধার চেষ্টা করা হয়, তবে সেই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে কৌতূহল জাগায়। দেবারতি ভৌমিক পরিচালিত নজরবন্দী সেই কৌতূহলেরই নাম। একাধিক নারী অভিনেত্রীকে নিয়ে নির্মিত এই ছবির নাম থেকেই যেন ইঙ্গিত মেলে;এখানে শুধু কেউ কাউকে নজরে রাখছে না,



বরং প্রত্যেকেই কোনও না কোনও অদৃশ্য বন্দিত্বের মধ্যে আটকে রয়েছে।ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, পায়েল সরকার, , দর্শনা বণিক, রাজনন্দিনী পাল, সোহাগ সেন, দেবলীনা কুমার, চন্দ্রেয়ী ঘোষ এবং লাবণী সরকারের মতো অভিনেত্রীদের একত্রিত করা ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। বাংলা সিনেমায় এমন বহুমাত্রিক নারী-অভিনয়শিল্পীদের সমাবেশ দর্শকের প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবেই বাড়িয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে। আশা করি সিনেমাটি হলে আট থেকে আশি সকলেরই ভালো লাগবে। মনোগ্রাহী হয়ে উঠবে। শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে দিবারতি ভৌমিক পরিচালিত ছবি 'নজরবন্দী'।

নব্বইয়ের দশকের স্মৃতি থেকে ভূতের মজার কাণ্ড
সনি ৮-এর নতুন ধারাবাহিক দুটি দেখার ৫টি কারণ





নিজস্ব প্রতিবেদন: কিছু গল্পের মধ্যে এমন এক বিশেষ আকর্ষণ থাকে, যা ফিরিয়ে আনে পুরোনো দিনের স্মৃতি, মুখে হাসি ফোটায় এবং রোজকার ব্যস্ততা থেকে কিছুক্ষণের জন্য অন্য এক জগতে নিয়ে যায়। দর্শকদের জন্য এমনই দুটি নতুন গল্প নিয়ে আসছে সনি আঠ ; ডিয়ার নাইন্টিজ এবং ভূত গিন্নি জিলিপিলতা ফ্রম নাইনটিন ফোর্টি টু। একটি ধারাবাহিক ফিরিয়ে নিয়ে যাবে নব্বইয়ের দশকের বাংলায়, অন্যটি উপহার দেবে কল্পনা, হাস্যরস ও পারিবারিক নাটকের এক মজাদার মিশেল। ২৩ নভেম্বর ২০২৬ থেকে শুরু হতে চলেছে এই দুই ধারাবাহিকের সম্প্রচার। কোয়েল মল্লিকের প্রথম টেলিভিশন কল্পকাহিনিভিত্তিক ধারাবাহিক থেকে শুরু করে পরিবারের সকলের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে চাওয়া এক খুদে ভূত ; জেনে নিন, কেন এই নতুন ধারাবাহিক দুটি আপনার দেখার তালিকায় থাকা উচিত।

১. দুটি ধারাবাহিক, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ

একই ধরনের বিনোদনে সীমাবদ্ধ থাকবেন কেন, যখন একসঙ্গে উপভোগ করতে পারবেন দুটি ভিন্ন স্বাদের গল্প? ডিয়ার নাইন্টিজ দর্শকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে হাতে লেখা চিঠি, ক্যাসেট আর প্রথম প্রেমের সরল অনুভূতিতে মোড়া এক সময়ে। অন্যদিকে, ভূত গিন্নি জিলিপিলতা ফ্রম নাইনটিন ফোর্টি টু হাজির করবে অতিপ্রাকৃত ঘটনার চমক, মজাদার চরিত্র এবং জমজমাট পারিবারিক নাটক। ভিন্ন স্বাদের এই দুই ধারাবাহিকেই রয়েছে বিভিন্ন বয়স ও রুচির দর্শকদের মনোরঞ্জনের উপাদান।

২. টেলিভিশন কল্পকাহিনিভিত্তিক ধারাবাহিকে প্রথমবার কোয়েল মল্লিক

ডিয়ার নাইন্টিজ-এর অন্যতম বড় আকর্ষণ হল কোয়েল মল্লিকের প্রথমবার টেলিভিশন কল্পকাহিনিভিত্তিক ধারাবাহিকে অভিনয়। জনপ্রিয় এই বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেত্রীকে দেখা যাবে অপরাজিতা চরিত্রে। নব্বইয়ের দশকের আবেগ, সম্পর্ক এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে ঘিরেই এগোবে ধারাবাহিকের গল্প। প্রধান চরিত্রে আরও রয়েছেন অংশুমান মৈত্র এবং অনিন্দিতা জানা।

৩. পরিচয় হোক সাত বছরের ভূত জিলিপির সঙ্গে, যে নিজেকেই বাড়ির কর্ত্রী মনে করে!

বয়স মাত্র সাত, অথচ কর্তৃত্ব ফলানোর বেলায় যেন আশি বছরের অভিজ্ঞ কেউ! এমনই এক মজাদার চরিত্র জিলিপি। শ্রীজয়ী মজুমদার অভিনীত ভূত গিন্নি জিলিপিলতা ফ্রম নাইনটিন ফোর্টি টু-এর এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটি যেমন দুষ্টু ও জেদি, তেমনই ভীষণ স্নেহশীল। বাড়ির সবকিছু কীভাবে চলবে, তা নিয়ে তার নিজস্ব মতামতও বেশ জোরালো। সময়ের সঙ্গে বদলে যাওয়া এক জগতে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে জিলিপি ঘটিয়ে তুলবে একের পর এক হাস্যকর ও অপ্রত্যাশিত কাণ্ড।

৪. গোটা পরিবারের জন্য জমজমাট বিনোদন

দুটি ধারাবাহিকের গল্পেই রয়েছে পারিবারিক সম্পর্কের ছোঁয়া, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। ডিয়ার নাইন্টিজ তুলে ধরবে আবেগ, সম্পর্ক এবং বড় হয়ে ওঠার নানা অভিজ্ঞতা। অন্যদিকে, ভূত গিন্নি জিলিপিলতা ফ্রম নাইনটিন ফোর্টি টু অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও হাস্যরসের মিশেলে পারিবারিক গল্পে নিয়ে আসবে এক মজাদার নতুন মোড়। স্বতন্ত্র কাহিনি ও মনে রাখার মতো চরিত্রের মাধ্যমে দুই ধারাবাহিকই দর্শকদের জন্য নিয়ে আসবে উপভোগ্য বিনোদন।

৫. সপ্তাহের পাঁচ দিনই জমজমাট বিনোদন

ডিয়ার নাইন্টিজ এবং ভূত গিন্নি জিলিপিলতা ফ্রম নাইনটিন ফোর্টি টু শুরু হচ্ছে ২৩ নভেম্বর ২০২৬ থেকে। সনি আঠ-এ সোমবার থেকে শুক্রবার সম্প্রচারিত হবে ধারাবাহিক দুটি। সন্ধ্যা ৬৩০টায় দেখা যাবে ভূত গিন্নি জিলিপিলতা ফ্রম নাইনটিন ফোর্টি টু এবং তার পরেই, সন্ধ্যা ৭০০টায়, সম্প্রচারিত হবে ডিয়ার নাইন্টিজ। ফলে সপ্তাহের কর্মব্যস্ত দিনগুলির শেষে সন্ধ্যাটা হয়ে উঠতে পারে আরও আনন্দময়।

ডিয়ার নাইন্টিজ এবং ভূত গিন্নি জিলিপিলতা ফ্রম নাইনটিন ফোর্টি টু দেখতে চোখ রাখুন সনি আঠ-এ এবং উপভোগ করুন সনি লিভ-এ।